প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক :
শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস
দাসভিলা
২১ নং শ্যামনগর রোড
দমদম, কলিকাতা-২৮

প্রাপ্তিস্থান :
ডি, এম, লাইব্রেরী, বেঙ্গল পাবলিশার্স,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, চলতি নাটক নভেল
এজেন্সি।

মুদ্রাকর :
শ্রীরজনী কান্ত মণ্ডল
শ্রীধর প্রেস,
১৪ নং বিহারী ডাক্তার রোড,
কলিকাতা-২৫

বাবা, তুমি আজ নেই, কিন্তু আছে বহু আনন্দমধুর, বেদনাবিধুর
স্মৃতি। কৈশোরের খেলাচ্ছলে রচিত আমার বহু নাটকের
অভিনয় দেখে যেমন তোমার আনন্দের সীমা ছিল না,
সমালোচনায়, সহমর্ম্মিতায় আমার মনে সাহিত্য-
অনুরাগ সৃষ্টির কাজে তুমি ছিলে অনুপম
শিল্পী। তাই আমার প্রথম প্রকাশিত
নাট্যার্ঘ্য তোমারই পুণ্য-
স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্পিত
হলো।

নিবেদন

একটা গল্প শুনেছিলাম। কোন এক কেরাণীবাবুকে চিঠি লিখে দেবার অনুরোধ জানাতে, তিনি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি হাটতে পারবেননা। তার মানে তাঁর হাতের লেখা এত চমৎকার ছিল যে, চিঠি লিখে পাঠোদ্ধার করবার জন্য আবার তাঁকেই ছুটতে হতো। নাটকে ভূমিকা লেখাও অনেকটা সেই কেরাণীবাবুর কাজের মত। তিন কি পাঁচ অঙ্ক নাটক লিখে যে কথা প্রকাশ করা যায়না, ক্ষুদ্র ভূমিকায় তা কখনো সম্ভব নয়। তবু কেন এই মুখবন্ধ, এ প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে বলতে হয়, আমার বিশেষ বক্তব্য না থাক, আমার যাঁরা নায়ক, তাঁদের আছে। আছে তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন। বাংলা সাহিত্যের তাঁরা দুই বিরাট দিক্‌পাল। বঙ্গবাণীর অভ্রংভেদী স্বর্ণদেউল গড়ার কাজে তাঁদের বিচিত্র সৃষ্ট প্রতিভার দান অসামান্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে" বিধবা রোহিণীকে ব্যভিচারিণীর অপরাধে গোবিন্দলাল যখন গুলি করে মেরেছিল, তার স্রষ্টা তখনকার মত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। ভেবেছিলেন, যাক, বাঁচা গেল। রোহিণী চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি যে বিপদে পড়েছিলেন, তার একটা কিনারা হয়ে গেল। কিন্তু গোবিন্দলালের পিস্তলের সেই শব্দভেদী বাণ কয়েক যুগ পরেও যে আরেকজনের বুকে এসে এমন করে বিঁধবে তা তিনি হয়তো কল্পনা করেননি। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নিয়ে বিচার করলে মনে হবে যেন, "Lord of human tears"—অশ্রুজলের শাহানশা শরৎচন্দ্র রোহিণীর দুঃখের সূত্র ধরে রচনা করলেন মর্ম্মন্তুদ গাথা। তাঁর উপন্যাস ত বেদনারই মহাকাব্য।

ক্ষুদ্র ঘটনা। সংসারে এমন প্রতিনিয়ত কতই ঘটছে। একজন যাকে বধ করলেন, আর একজন সে বিষপান করে হলেন নীলকণ্ঠ। তার ক্ষুধাকে রূপ দিলেন রচনার সুধায়। একই ঘটনার এই যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া, এই যে দ্বন্দ্ব, তাকেই ভিত্তি করে এই নাটক। তাই এ কাহিনী

শিল্পীর অন্তর্লোকের বেদনার কাহিনী। যুগের যে প্রশ্ন, যে দাবী স্রষ্টার মনকে আলোড়িত করেছে, তারই জবাব দিয়েছেন তাঁরা তাঁদের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, নীতি ও মানসিক গঠন অনুযায়ী। তাই তাঁদের সাহিত্য-বিচারে যদি সমসাময়িক যুগের ইতিহাস, তথা কালধর্ম্মকে স্মরণ রাখা না যায়, অবিচারের সম্ভাবনা থেকে যায় পদে পদে। প্রতি সাহিত্যে যেমন থাকে তার কালের কথা, যুগের কথা—তেমনি থাকে কালাতীত যুগাতীত এক সুর। সেক্সপীয়র, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা যুগ তথা যুগাতীতের চিরন্তন বার্ত্তা নিয়ে আজো টিকে আছেন। আমার নায়কদেরও তাই অনাগত কালের জন্য চিরন্তন প্রতীক্ষা।

কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বঙ্কিম ও শরৎ সাহিত্যের এই কি শেষ কথা? না, কখনোই না। শত শত প্রবন্ধ ও বই লিখেও যে কথা শেষ করা যাবেনা, ক্ষুদ্র এ নাটকে তা কখনোই শেষ হবার নয়। তাই এ শুধু আভাস মাত্র। আর গুরু-গম্ভীর আলোচনা করতে গিয়েও নাট্যকারের ভোলা চলেনা যে নাটকের কতকগুলি বিশিষ্ট দাবী আছে। নাটককারকে তা মানতেই হবে।

কিন্তু নাটক রচনা এক, তা মানুষের সামনে তুলে ধরা আর এক। নাট্যকারকে সব সময় থাকতে হয় পরমুখাপেক্ষী হয়ে। এই নাটকের কয়েকটা দৃশ্যের বেতার অভিনয় শুনে বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় আমাকে প্রথম যে ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং আমার পরবর্তী রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, সেদিন আমার পক্ষে তা ছিল কল্পনাতীত। তারপর প্রবীণ নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় এবং প্রগতিশীল নাটককার শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই নাটক পড়ে যে চিঠি লেখেন, তা দুর্লভ সম্পদ বিশেষ। এই তিনজন পূর্ব্ব পথিকৃৎদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাঁদের উৎসাহ এবং আগ্রহে এই বই ছাপানো সম্ভব হয়েছে, তাঁরা দু'জনেই আমার অগ্রজপ্রতিম। শ্রীরমাপ্রসন্ন ঘোষ ও শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ। বিনয়দা প্রুফ দেখা থেকে আরম্ভ করে আরো বহুব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বন্ধুবর শ্রীঅশোক দত্তের বহু মূল্যবান উপদেশে নাটকখানি সমৃদ্ধ হয়েছে। ছাপানোর কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর শ্রীসন্তোষ কুমার মণ্ডল এবং তাঁর ধর্ম্মপ্রাণ পিতা শ্রীরজনী কান্ত মণ্ডল। শ্রীনিশিকান্ত বাগুই, শ্রীপরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমৃগাঙ্ক ব্যানার্জ্জি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাড়াতাড়ি মুদ্রণের জন্য কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেল। আশাকরি, সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করবেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, আমার এই ক্ষুদ্র নাটক বাংলার দু'জন সাহিত্যরথী সম্বন্ধে কিছুমাত্র আগ্রহেরও যদি সৃষ্টি করে, মনে করবো পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

বিজয়া দশমী, ১৩৬২ বাংলা
দাসভিলা, দমদম।

নিবেদক
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস।

মতামত

Janardan Chakravarti, M. A.,

West Bengal Senior Educational Service (Retd.), Late Professor and Head of the Department of Bengali, Presidency College, Lecturer in the Post-Graduate Department of Modern Indian Language, Calcutta University.

"কালের বিচার"—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসের লেখা। নতুন ধরণের লেখা। বঙ্কিম সাহিত্যে নারী, শরৎ সাহিত্যে নারী—এই দু'য়ের তুলনা-মূলক আলোচনা। ভঙ্গী নাটকীয়, অভিনব। আদর্শানুরাগ ও মানবীয় সহানুভূতি এই দু'য়ের দ্বন্দ্ব। বঙ্কিমচন্দ্রে সূত্রপাত, শরৎচন্দ্রে বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রে কুন্ঠিত আত্মপ্রকাশ, শরৎচন্দ্রে বিগতকুণ্ঠ স্বচ্ছন্দ বিচরণ। শেষ পর্য্যন্ত প্রশ্ন অমীমাংসিত। বিচারের ভার কালের উপর ন্যস্ত। 'শেষপ্রশ্নে'ও শরৎচন্দ্র প্রশ্নকর্ত্তা, সমাধায়ক নন। বর্ত্তমান লেখক ও বঙ্গসাহিত্যের এই মহামহিম স্রষ্টৃদ্বয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে দক্ষতার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা করেছেন। তাঁর শক্তি ও সহৃদয়তা, সৌষ্ঠব ও সুরুচি সকলের স্বীকৃতিলাভ করবে, আমার এ আশা বিফল হবেনা, আশা করি।

২৮।১২।৫৫ শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী

নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

প্রিয় বঙ্কিমবাবু,

আপনার "কালের বিচার" পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এমন অভিনব পন্থায় রসসৃষ্টির প্রয়াস, নাট্যকারের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক। নাট্যসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে আপনাকে স্বাগত জানাই।

দুই যুগের দুইজন সাহিত্য সম্রাটকে মতবাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ করেছেন তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে নির্ভীক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে টেনে এনে। একজনকে দিয়ে আর এক জনকে বধ না করার সংযম রক্ষা করা এবং উভয় সম্রাটকে বন্দী করে কালের বিচারালয়ে পৌঁছে দেওয়া —আপনার নিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা বলেই মনে করি। বিশেষ ভাবে এই সংযমের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। নিবেদন ইতি—

বিনীত—

১৪।১১।৫৫ শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

Digindra Chandra Banerjee
Journalist & Playwright

প্রীতিভাজনেষু,

বঙ্কিমবাবু, আপনার 'কালের বিচার' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। পড়বার আগে ভাবতে পারিনি এই বিষয়বস্তু নিয়ে এমন একখানা মনোজ্ঞ নাটক রচিত হতে পারে। গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী, রমা, রাজলক্ষ্মী যেন বইএর পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। বঙ্কিম-চন্দ্র, শরৎচন্দ্রও নাটকীয় চরিত্র হয়ে উঠেছেন। সব কিছুরই মধ্যে আপনার নিজের একটি সরস কাব্যিক মনেরও স্পর্শ রয়েছে। তাতে রসোত্তীর্ণ হয়ে এ পৌঁচেছে সৃষ্টির পর্যায়ে। অরসিককেও আপনার এই নাটক রসিক করে তুলবে। যাঁরা না পড়েই ও না জেনেই বলেন, বাংলা নাটকে সাহিত্যরসের অভাব, আপনার 'কালের বিচার' পড়লে তাদের সে ভুল খানিকটা ভাঙবে হয়তো। ইতি —

প্রীতিমুগ্ধ—

শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র পরিচয়

—ঃ—

বঙ্কিমচন্দ্র	সাহিত্য সম্রাট
গোবিন্দলাল ভ্রমর রোহিণী নিশাকর	বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র
শরৎচন্দ্র	সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক
রাজলক্ষ্মী রমা কমল	শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র

প্রকাশক
সনাতন শিরোমনি
বিচারক
জুরীগণ
জনতা
বাউল

লেখকের অন্যান্য নাটক

সভ্যতার অভিশাপ [যন্ত্রস্থ]

[বৈজ্ঞানিকের মনে এক বিরাট সংশয় আর জিজ্ঞাসা। বিজ্ঞানের সাধনায় ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য—সর্ব্বস্ব যিনি আহুতি দিলেন, বিজ্ঞান সমুদ্র মন্থন করে কি তিনি পেলেন? সে কি অমৃত?]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র [যন্ত্রস্থ]

[জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় নেতাজী চরিত্রের রূপায়ন। সমস্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও ভারত ও পূর্ব্ব এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান। জীবন তথা ইতিহাসের অনবদ্য নাট্যরূপ।]

কালের বিচার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সূচনা

একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়ী। বহুদিনের অযত্ন ও মেরামতের অভাবে জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। ঘরের দরজা জানালা প্রায় ভাঙ্গা। ঘরের ভিতর একখানি পুরানো টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার। সময় সন্ধ্যা। মিটমিট করিয়া একটি প্রদীপ জলিতেছে।

একজন লোক দাওয়ার উপর বিষণ্ণমুখে বসিয়া। নীচের উঠানে দণ্ডায়মান এক পথিক। চোখে মুখে পথশ্রমের ক্লান্তি।

পথিক— বহুদিনের পরিত্যক্ত এই বাগানবাড়ী। তবু এইখানে আজকের রাতের মত আশ্রয় দিতে আপত্তি?

লোকটী—হ্যাঁ, আপত্তি। তবে তা আমার নয়, আপনার।

পথিক— আমার! পথশ্রমে আমি ক্লান্ত; আর এক কদম এগোবার শক্তি আমার নেই। আজ রাতের মত এতটুকু মাথা গুঁজবার ঠাঁই কোথাও পাইত, বেঁচে যাই—

লোকটী—যেমন আগ্রহে আপনি আশ্রয়ের জন্য ছুটে এসেছেন, এখানকার সব রহস্য জানলে, এখুনি উদ্ধশ্বাসে পালাবার জন্য ব্যস্ত হবেন। তার চেয়ে সময় থাকতেই অদূরে লোকালয়ে আশ্রয়ের চেষ্টা দেখুন।

পথিক— ব্যাপার কি বলুনত ? আপনার কথায় মনে হচ্ছে, বাড়ীটার মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে—

লোকটী—হ্যাঁ, আছে। এ একটা ভূতুড়ে বাড়ী।

পথিক— ভূতুড়ে বাড়ী!

লোকটী—হ্যাঁ, বহুবছর আগে এখানে নাকি একটা খুন হয়। সেই থেকে এ মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে আছে।

পথিক— ওঃ, এই কথা!

লোকটী—একি খুব ছোট কথা ?

পথিক— ছোট অবশ্যই নয়।

লোকটী—তাহলে কোন সাহসে আপনি এখানে রাত কাটাবার সঙ্কল্প করছেন ? দিন দুপুরে কিংবা গভীর নিশীথে অদৃশ্য অতৃপ্ত আত্মা যখন দাপাদাপি সুরু করবে, আর্ত্তনাদে ভরিয়ে তুলবে সারা বাগান, পারবেন তখন স্থির থাকতে ? বন্ধ হয়ে যাবেনা নাড়ীর ক্রিয়া ?

পথিক— না। এত জেনেও আমি ভয় পেলাম না। বরং এখানকার অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখবার লোভই হচ্ছে।

লোকটী— আপনি মরতে চান ?

পথিক— মরতে আর কে চায় বলুন ? তবে ভুত আর ভয়ের বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আজো পাশ করতে পারবো বলে বিশ্বাস। তাছাড়া, আপনি যেখানে রাত কাটাবার সাহস করছেন—

লোকটী—আপনিও সেখানে রাত কাটাতে পারবেন, এইত ?

পথিক— হ্যাঁ, এই!

লোকটী—জীবন যাকে লোভ দেখায়না, তার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র—যাক আপনি আর দেরী করবেন না। এখনো সময় আছে—

পথিক— কিন্তু আমি যাবনা—যেতে পারব না।

লোকটী—কি বিপদ! আমি কি একটু একলাও থাকতে পারবোনা?

পথিক— নিশ্চয় পারবেন। [একটুখানি আগাইয়া গিয়া] আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন এক গভীর দুঃখ আপনার বুকে বাসা বেঁধেছে। চিরকাল দুঃখ, ব্যথা ও ব্যর্থতার পাশে আমার স্থান। যদি আপত্তি না থাকে, আপনার দুঃখেরই কিছুটা ভাগী করুন আমাকে।

লোকটী—যে দুর্ভাগ্য মানুষ শত্রুরও কামনা করে না—

পথিক — ভয় কি? মিত্রই না হয় তার অংশ নেবে।

[লোকটীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল]

লোকটী—আপনি শুনবেন আমার দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা?

পথিক— শুনবো।

লোকটী—হবেন আমার দুঃখ-পথের সহযাত্রী?

পথিক— চেষ্টা করবো।

লোকটী—আজকের রাতের মত সুখ দুঃখের সাথী হতে আপনি রাজী হয়েছেন। দিনের আলোতে মুখ ফুটে যে কথা বলতে সাহস হয় না, রাতের আঁধারে তা আমি প্রকাশ করবো মরমী বন্ধুর কাছে। হ্যাঁ, শুনুন, বন্ধু, শুনুন। শুনুন আমার সুকৃতি দুষ্কৃতির কথা। শুনুন সে মহানাটকের কাহিনী। —ভয় পাবেন না?

পথিক— না।

লোকটী—ঘৃণা করবেন না?

পথিক— মানুষকে ঘৃণা করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ!

লোকটী—তাহলে খুলুন ঐ ড্রয়ার। [পথিক ড্রয়ার খুলিলেন]
কি দেখছেন?

পথিক— একটা বই।

লোক— নাম?

পথিক— "কৃষ্ণকান্তের উইল"

লোক— রচয়িতা?

পথিক— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। [বইখানা হাতে নিলেন]

লোক— মনে রাখবেন, এ শুধু মাত্র কাগজের ওপর কালির আখরে লেখা কয়টী শুষ্ক ছিন্ন পত্র নয়; এ হচ্ছে তিন তিনটী প্রাণীর অমোঘ বিধিলিপি। তাদেরই অশ্রুসিক্ত জীবনের এক করুণ আলেখ্য।

[উত্তেজনায় পায়চারি]

সে ছিল এক মস্ত বড লোকের ছেলে। ডাকসাইটে জমিদাব কৃষ্ণকান্ত রায়েরই ভাইপো। টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তি কিছুরই অভাব ছিলনা তার। ঘরে সুখ ছিল, মনে শান্তি ছিল, ছিল তার প্রাণ প্রিয়তমা পত্নী ভ্রমর। ছিল – সবই ছিল তার। কিন্তু কি কুক্ষণে তার ভাগ্যাকাশে দেখা দিলে রাহু—রোহিণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রোহিণী—তার জীবনের দুঃখ, দুর্গতির কারণ। বিধবা রোহিণী—

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠের আর্ত্তনাদ]

নারী— কিন্তু তুমি তাকে তোমার জীবন থেকে সরিয়ে দিলে—

লোক— দিয়েছিলাম।

নারী— শুধু দিয়েছিলে নয়, গুলির আঘাতে তার মুখের ভাষা আর বুকের কামনাকে দিলে স্তব্ধ করে।

লোক—তাও দিয়েছিলাম।

নারী— সে তোমার পায়ে ধরে মিনতি করেছিল। বলেছিল, "ওগো, আমায় মেরো না—আমি মরবো না—চরণে না রাখ বিদায় দাও—"

লোক— বলেছিল।

নারী— বলেছিল, "আমার নবীন বয়স—নতুন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দেবোনা—তোমার পথে আসবোনা—আমায় মেরোনা—আমি যাচ্ছি—"

লোক— তাও বলেছিল।

নারী— কিন্তু তুমি তার কোন কথা—কোন সঙ্গত প্রার্থনাই কর্ণপাত করোনি। পিস্তলের গুলিতে দিয়েছিলে তার জবাব। এই ঘরে—এই ঘরে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল তার দেহ।

লোক— হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। সব কথা আমার মনে আছে। কিছুই ভুলিনি। সেই জ্বালা—সেই তীব্র অন্তর্দাহ ভুলবার জন্য আমি উল্কার মত দেশে দেশে ঘুরেছি; তবু শান্তি পাইনি। কালের মৃদু হস্তের প্রলেপও আমার সে ব্যথা ভুলাতে পারেনি।

নারী— তিন তিনটী নারীর জীবন হলো ব্যর্থ। ভ্রমর কেঁদে কেঁদে মরলো। তুমিও শান্তি পাওনি। রোহিণীর আত্মা যে তৃপ্ত হয়নি, এ তুমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছো। অশরীরী আত্মার যদি অশ্রু থাকত, এইখানেই তৈরী হতো রোহিণীর অশ্রু সাগর।

লোক— আমি তোমায় খুন করেছি। অপরাধ আমার সীমাহীন। এই নিশীথরাতে তোমার বিদেহী ক্ষুধিত আত্মা বিদায় নেবার আগে তুমি বলে যাও দুনিয়ার চোখে গোবিন্দলাল যত বড় অপরাধী, সত্যই কি সে তাই? না এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের পিছনে ছিল কোন বিশেষ ইঙ্গিত—কোন—

পথিক— ও! এতক্ষণে বুঝতে পারলুম। তুমিই সেই মহানাটকের পাষণ্ড নায়ক গোবিন্দলাল।

[বইখানা টেবিলের উপর ফেলিলেন]

গোবিন্দলাল—এরি মধ্যে আপনার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে ঘৃণা—অবর্ণনীয় ঘৃণা, চোখ থেকে বেরুচ্ছে তীব্র তীক্ষ্ণ তিরস্কার; কিন্তু, বন্ধু, অপরাধী দণ্ড পাবার আগে কৈফিয়ৎ শোনাবার দাবী আছে তার।

পথিক— সেই গতানুগতিক নারী নির্য্যাতনের কাহিনী। ও আমি ঢের শুনেছি। জীবনে বহু দেখেছি। ও দেখবার সখ আমার আর নেই। আমি চললাম। [প্রস্থানোদ্যত]

গোবিন্দলাল—দোহাই আপনার এমন করে চলে যাবেন না। প্রয়োজন হলে পাপের দণ্ড আমায় দিন কিন্তু এইটুকু শুধু আমায় জানতে দিন, এজীবনে ভস্মের অধিক পুড়েও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? আরো দণ্ড, আরো শাস্তিই কি আমার প্রাপ্য? বলুন, বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

পথিক— সে জবাব দেবার মালিক ত আমি নই।

গোবিন্দ—তবে কে?

পথিক— সে দায় তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার।

গোবিন্দ—কিন্তু আমার বিধাতা পুরুষ যে আজো নীরব।

পথিক - তুমি দুর্ভাগা।

গোবিন্দ—তাইত দুর্ভাগা দাবী করছে আজ বন্ধুর সান্ত্বনা, তারই সহানুভূতি? বলুন, বন্ধু, কোন্ সান্ত্বনা হবে আমার বাকী জীবনের পাথেয়?

পথিক— সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মত দিগ্বিজয়ী প্রতিভার অধিকারী আমি নই, তবু ক্ষুদ্র স্রষ্টা হিসাবে—

গোবিন্দ—আপনি?

পথিক— বাংলাদেশের অতি ক্ষুদ্র লেখক আমি। শরৎচন্দ্র আমার নাম।

গোবিন্দ—আপনি দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্র!

পথিক— হ্যাঁ, আমিই শরৎচন্দ্র। দীন, দুঃখী মন্দভাগ্যদের নিয়ে আমিও রচনা করেছি একটা ছোটখাটো সংসার। তাদের 'পরে দেখেছি অপমান—কত লাঞ্ছনা—কত গঞ্জনা। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, এদের বাঁচার চাইতে মরাই ঢের ভালো ছিল। তবু বিচারক সেজে কারো কপালে রিভলভার দেগে বসবো, এমন কল্পনা মনেও ঠাঁই পায়নি। আর সাহিত্য সম্রাটের কাহিনীতে দেখলাম, বাঁচবার এত বড় আকাঙ্খা নিয়ে রোহিনী সে অধিকার পেলোনা। আমি বুঝতে পারিনে কেন তিনি তোমাদের জীবনের মাঝখানে রোহিণীকে নিয়ে এলেন, আর আনলেনই যদি, কেন টানলেন তার নিষ্ঠুর করুণ পরিণতি?

গোবিন্দ—যে প্রশ্নের উত্তর আপনি আজ পেলেন না, জীবনভোর ভেবে এবং ভুগে আমি পাইনি, সে কি চিরকাল এমনই অমীমাংসিত থাকবে?

শরৎ— না থাকবেনা, থাকতে পারেনা। বিধাতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এইখানে আমাকে নিয়ে এসেছেন জানিনে, প্রসাদপুরে অভিনীত জীবননাট্যের দিকে বিশেষভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশও তাঁর বিশেষ ইচ্ছার ইঙ্গিত কিনা, বুঝতে পারছিনে। যদি থাকে কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত, বিশেষ কোন ইচ্ছা, তাহলে সেই ব্রতই গ্রহণ করলুম আজ থেকে। —হ্যাঁ, আমি দেখবো বুঝবো, যাচাই করবো সব। বিচরণ করবো বঙ্কিমের সাম্রাজ্যে, যাব তাঁর সৃষ্টিশালায়। তলিয়ে দেখবো তাঁর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের মান, জানবো এত বড় বিপর্য্যয়, এত বড় অপচয়ের কি তাঁর কৈফিয়ৎ? —ধীরে সুস্থে বছরের পর বছর ধরে আমি বিচার করবো, বিশ্লেষণ করবো। তারপর, হ্যাঁ, তারপর ন্যায়ের বিচারে, ধর্ম্মের বিচারে, আদর্শের বিচারে শুধু তুমি

কেন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও যদি অপরাধী হন, তাঁকেও উপস্থিত করবো আমি মহাকালের বিচাব সভায়।

গোবিন্দ—তিল তিল করে আত্মদহনের পরও যদি আরো শাস্তি, আরো দণ্ড আমার প্রাপ্য হয় ত আমাকে দিন, কিন্তু কোথাও যদি আমার মুক্তির পথও খোলা থাকে, তারও নির্দ্দেশ আমাকে দিন। আমি আর পারিনে, বন্ধু, পারিনে—

[কাঁদিয়া শরৎচন্দ্রের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। শরৎচন্দ্র তখন চেয়ারে বসিয়া একটির পর একটি "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র পাতা উল্টাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বদলাইতেছে। দেখা গেল—]

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্রাজ্য

[বঙ্কিমের সৃষ্টিশালায় বঙ্কিম একা। মনে হয় এইমাত্র তিনি অর্দ্ধসমাপ্ত লেখার মাঝখানে উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে কি ভাবিতেছেন। বসন্তের কোকিল তখন অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে।]

বঙ্কিম—[আপনমনে] নতুনযুগের কবির দুয়ারে পাঠিয়েছে রোহিণী তার দাবী। রোহিণীর অশ্রু হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, সেও তো সত্য। কি করে কবি এই দু'মুখী ধারার সমন্বয় করবে, কি দেবে তার উত্তর ?

[পাণ্ডুলিপিখানা তুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।]

"ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকা ভাল হয় নাই। কেননা, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।"

[আবার কোকিলের ডাক]

ঐ যে, আবার সেই কুহুঃ, কুহুঃ—ঐ ডাকে— আবার ডাকে—না, দুষ্ট কোকিল ষড়যন্ত্র করেছে, রোহিণীকে শান্তি দেবেনা।

[পুনঃ পড়িতে লাগিলেন]

"রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারিনা। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ জীবন—"

[উচ্চারণ করিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। নিজেকে তাই প্রশ্ন করিতেছেন আর উত্তর দিতেছেনও নিজে। এই অবসরে ভ্রমর চুপি চুপি প্রবেশ করিল]

প্রশ্ন— রোহিণী এ কথা ভাবে?

উত্তর—কেন ভাববে না?

প্রশ্ন— সে অধিকার তার কই?

উত্তর—এ'ত অধিকারের কথা নয়। এ যে বঞ্চিতের জিজ্ঞাসা। সর্ব্বহারার হাহাকার।

প্রশ্ন— এ নিষ্ফল জিজ্ঞাসা আর হাহাকারে লাভ?

উত্তর—এ লাভালাভ ক্ষয়ক্ষতির কথা নয়। অন্তরের অন্তস্তলে যে বেদনা অহরহঃ মাথা কুটে মরছে, এ তারি ভাষারূপ। বন্দী কামনার আর্ত্তনাদ। [ভ্রমর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল] কে কে? ও, ভ্রমর—তুমি!

ভ্রমর— হ্যাঁ, আমি। আর তুমি কবি বঙ্কিমচন্দ্র, দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছ, আর বক্‌বক্ করছ?

বঙ্কিম—"One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing minds, one life, one death,

One Heaven, one Hell, one immortality,
And one annihilation. Woe is me!
The winged words on which my soul would pierce
Into the height of love's rare Universe.
Are chains of lead around its flight of fire,—
I pant, I sink, I tremble, I expire!"

—ভ্রমর! আকাশে মেঘ।

ভ্রমর— মেঘ! কোথায়? বাইরের আকাশে ত মেঘ এক ফোঁটাও নেই। তবে কি বুঝবো, কবির মানস লোকে আজ মেঘের ভিড়।

বঙ্কিম—হ্যাঁ! মেঘ! পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ।

ভ্রমর— এত মেঘ! কবির মনে কি তবে কোন নতুন কল্পনার উদয় হয়েছে?

বঙ্কিম—হ্যাঁ, আমি নব মেঘদূতের কথাই ভাবছি।

ভ্রমর— এত ফাঁকি দিতে পার তুমি!

বঙ্কিম—ফাঁকি দিচ্ছি!

ভ্রমর— নয়ত কি? এইত সেদিনও বল্লে, এবার তুমি আমাদের জীবন-নাট্যই লিখছ।

বঙ্কিম—তাই ত লিখছি।

ভ্রমর— লিখছ! তা একথা আগে বলতে হয়। [আনন্দে কবির গা ঘেঁসিয়া বসিল] দেখি, দেখি, কি লিখছ?

বঙ্কিম—[পাণ্ডুলিপি দেখাইয়া] এই যে···

ভ্রমর— দূর ছাই! এ যে "কৃষ্ণকান্তের উইল"। উইল নিয়ে আমি কি করবো?

বঙ্কিম—আরে এই উইলকে কেন্দ্র করেই যে আমার কাব্য। উইল তৈরী, উইল চুরী, উইল ফেরৎ নিয়েই আমার গল্পের নৌকো ডাইনে বাঁয়ে হেলতে দুলতে যখন চলবে—

ভ্রমর—সব বাজে। আমাদের গল্পে থাকবো আমরা, তা নয় ত ব্রহ্মানন্দ, রোহিণী, এমন কি পাঁচী চাড়ালনীকে পর্য্যন্ত এনে ভিড় জমিয়েছ। যত রাজ্যের জঞ্জাল আর অনাছিষ্টি। ও আমার ভাল লাগে না! [রাগে উঠিয়া গেল] সব তোমার কালামুখীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফন্দী।

বঙ্কিম—রোহিণীকে যখন এনেছি, তারও কথা আমাকে ভাবতে হবে। তার চোখের জলে যে সমস্যার উৎপত্তি—

ভ্রমর—রোহিণী আর রোহিণীর চোখের জল ছাড়া তোমার কাব্যের পানসিতে এ পর্য্যন্ত আর কিছুইত নজরে পড়লো না।

বঙ্কিম—এ তোর অকারণ অভিযোগ।

ভ্রমর—মুখে বল তুমি আমাদের কথা লিখছ, আর লিখবার বেলায় দেখি, তোমার লেখনী রোহিণীময়···

বঙ্কিম—আরে তোদের কথা যে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর রূপকথা—
"Infinite passion and pain of finite hearts that yearn!" বলে আর লিখে কি শেষ আছে? লেখার চাইতে না লিখে যেন ঢের বেশী ফোটে। তাছাড়া, এই বুড়ো বয়সে অকারণ হাসি, ছলাকলা, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান প্রকাশ করবার ক্ষমতা কি আমার আছে; না কাব্যের শুকনো পাতায় তা প্রকাশ করা সম্ভব?

ভ্রমর—হয়েছে, আর বেশী বকেনা।

বঙ্কিম—বকতে আর পারলুম কই? গোবিন্দলাল যখন আদরে সোহাগে ভ্রমর, ভোমরা, ভূমি, ভোং, ভো নিত্যই নতুন বিশেষণের ঘটায় অস্থির করে তোলে, তখন—

ভ্রমর—যাও! তুমি ভারী দুষ্টু! তোমার সঙ্গে কথায় পারার যো নেই।

বঙ্কিম—নইলে কি আর খামোখা কবি বলে দুর্নাম রটাই?

ভ্রমর— ঢের হয়েছে। এখন কি শোনাবার চক্রান্ত করছ বল ?

বঙ্কিম—[পাণ্ডুলিপিবপাতা উল্টাইয়া রোহিণী পর্ব্বে আসিলেন] হ্যাঁ! এই সেই রোহিণী! তাকে তোমরা দেখেছ। রোহিণীকে আমাদের আজ প্রয়োজন। "রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ, রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল; কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ সে কালো পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।"

ভ্রমর— বিধবা হয়েও এ সব করে কেন ?

বঙ্কিম— এই খানেই যে রোহিণীর বিশেষত্ব।

ভ্রমর— তাই নাকি!

বঙ্কিম— আবার "এ দিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী বিশেষ বলিলে হয়; ঝোল অম্ল. চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গয়না, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনা রহিত।"

ভ্রমর— [আগ্রহের সহিত] বলো কি!

বঙ্কিন—"চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।"

ভ্রমর— রোহিণীর যদি এত গুণ! তবে তাকে বিধবা করলে কেন ?

বঙ্কিম—তাইত' ভাবি, কেন রোহিণীকে বিধবা করলুম। যাক্‌গে, ও তার অদৃষ্ট। আমি কি করবো। —হ্যাঁ, একদিন কি হয়েছিল জানিস্ ?

ভ্রমর— কি ?

বঙ্কিম— "রোহিণী রূপসী ঠনঠন করিয়া দালের হাঁড়িতে কাঠি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল। পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কিনা, দেখিবার জন্য তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল—"

ভ্রমর— তখন বিড়াল কি করছিল ?

বঙ্কিম—কি আর করবে ? "বিড়াল সেই মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল।"

ভ্রমর— পোড়ামুখী কত রঙ্গ জানে। [উঠিল]

বঙ্কিম—আরে, শোন্ শোন্। এত গেল তার বাইরের কথা। তার অন্তরের কথাটা একবার শোন্। তখন হয়ত সে ভাবছিল—

ভ্রমর রোহিণীর ভাবনা এখন থাক্। এখন বল, কার জয় হলো, সেই বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষের না—

বঙ্কিম— সবটা আগে শোন্না।

ভ্রমর— সে পরে হবে'খন। আগে আমার কথার জবাব দাও।

বঙ্কিম—রোহিণীর সমস্যাত সে নয়। "রোহিণী ভাবিতেছিল, কোন্ দোষে আমার এই রূপ যৌবন থাকিতে শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ জীবন কাটাইতে হইল। যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী, মনে কর গোবিন্দবাবুর স্ত্রী—"

ভ্রমর— রোহিণীর কাহিনী ঢের হয়েছে। ও আমি আর শুনতে চাইনে।

বঙ্কিম—এরি মধ্যে অস্থির হয়ে উঠলি ? তার পরের অধ্যায়ে—

ভ্রমর— এই আমি কান বন্ধ করলুম। [দুই হাতে কান ঢাকিল]

বঙ্কিম—[আপন মনে] রোহিণীর বেদনা কি তবে কেউ বুঝবে না ? কেউ শুনবেনা তার কথা ? সে যখন বলে, সে যখন ভাবে "যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর ঐ গোবিন্দবাবুর স্ত্রী, তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী,—কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ,—আর আমার কপাল শূন্য ?" তখন তার উত্তর ?

ভ্রমর— এই তার উত্তর।

[মুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। ক্রুদ্ধ ভ্রমর দোয়াত তুলিয়া পাণ্ডুলিপির উপর ঢালিবার উপক্রম করিয়াছে।]

বঙ্কিম— আহা—হা—হা—। করছিস্ কি—করছিস্ কি ?

ভ্রমর— ঠিক করছি।

বঙ্কিম— [আদরের সহিত] ভ্রমর—লক্ষ্মী আমার—মা আমার—ও করেনা—ছিঃ—

[বিশেষণের ছটায় যখন ভ্রমর একটু গলিয়াছে, ঠিক সেই ফাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডুলিপিখানি সরাইয়া ফেলিলেন। এবার তাঁহার চটিবার পালা।]

তোর বড় বাড বেড়েছে। রাখ্, তোকে এখুনি শায়েস্তা করছি। —গোবিন্দলাল—গোবিন্দলাল— [গোবিন্দলালের প্রবেশ]

গোবিন্দ—আমাকে ডেকেছিলে, কবি ?

বঙ্কিম— হ্যাঁ। ভ্রমর ভারী অশান্ত, অশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ওর পিঠে···

ভ্রমর— আমাকে শাস্তি দেবেন উনি। রোজ রোজ আমার কাছে থেকে কত গাল খায় ?

গোবিন্দ—কবে ? মিথ্যা কথা বলিসনে ভ্রমর।

ভ্রমর— কেন, এই ত সেদিনও—

[বঙ্কিমচন্দ্র এই ফাঁকে পাণ্ডুলিপি বগলদাবা করিয়া প্রস্থান করিলেন।]

গোবিন্দ—কোন্‌দিন ?

ভ্রমর— কেন পরশু।

গোবিন্দ—গাল দিয়েছিলে না মুখে কি একটা—

[ভ্রমর চট্ করিয়া গোবিন্দলালের মুখে হাত দিল]

ভ্রমর— চুপ, চুপ, বুড়ো শুন্‌তে পাবে।

গোবিন্দ—শুনলে···

ভ্রমর— চট্ করে লিখে ফেলবে।

গোবিন্দ—লিখলে···

ভ্রমর— সবাই তখন ছাপার অক্ষরে পড়বে।

গোবিন্দ—পড়লে…

ভ্রমর— আমার ভারী লজ্জা করবে।

গোবিন্দ—তোমাকে জব্দ করার আচ্ছা অস্ত্রই পাওয়া গেল।

ভ্রমর— ভাল হবে না বল্‌ছি।

গোবিন্দ—তা' হলে আমাকে ক্ষেপাও কেন।

ভ্রমর— আর ক্ষেপাব না।

গোবিন্দ—মনে থাকে যেন। ভোমরাদাসীকে আজ লজ্জা থেকে মুক্তি দিলাম। ফের যদি গোলমাল কর ত তোমার সব কীর্ত্তি কাহিনী আমি ফাঁস করে দেবো।

ভ্রমর— কি জান যে ফাঁস করবে?

গোবিন্দ—সেই যে…

ভ্রমর— কোন্ যে…

গোবিন্দ—সেই যে চিঠি লেখার ব্যাপার।

ভ্রমর— ইস্! তুমিইত আমাকে দেখবার জন্য আমার সখীকে দূতী ধরেছিলে।

গোবিন্দ—তা না হয় ধরেছিলাম। কিন্তু কে তখন একজোড়া কালো হরিণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিঁধেছিল? আমাকে প্রাণে মেরেছিল? সেও বুঝি আমার অপরাধ?

ভ্রমর— হ্যাঁ, তোমার।

গোবিন্দ—না, তোমার।

ভ্রমর— তোমার।

গোবিন্দ—চল তাহলে দুর্ব্বাসা ঠাকুরের কাছে। বিচার হোক্।

ভ্রমর— চল এখুনি! তোমাকে জব্দ করাচ্ছি।

গোবিন্দ—কে কাকে জব্দ করে দেখি ? 'প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর' মার্কা চিঠি-গুলি হারাইনি। প্রয়োজন হলে বিধাতা পুরুষের আদালতে ঠিক এনে হাজির করবো।

ভ্রমর— ইস্‌ !

গোবিন্দ—ভোমরার কালো মুখে এক পোঁচ কালি লাগিয়ে আজ ছাড়ছি।

[দ্রুত প্রস্থান]

ভ্রমর— ওগো, শোন—শোন বলছি—

[ভ্রমর তাহাকে অনুসরণ করিল। অন্যদিক হইতে রোহিণীর প্রবেশ]

রোহিণী—এই সেই ভ্রমর। স্বামী ও সংসারের আনন্দময় মধুচক্রের মধ্যে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। কোন অভাব নেই—নেই কোন দুঃখ, কোন ব্যথা। যেন এক পাহাড়ী ঝরণা। হেসে খেলে নেচে বেড়ানোই কাজ। কখনো কবিকে উৎপাত করে, কখনো বা গোবিন্দলালের সঙ্গে ঝগড়া করে, আদরে সোহাগে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। ভ্রমরকে ঘিরে একটা উৎসব—একটা আলোর বন্যা। তার পাশাপাশি যখন নিজের জীবনের কথা ভাবি, তখন—

[বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ]

বঙ্কিম— লুকিয়ে কি দেখছিলে ? স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমানের পালা ?

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।"

—অতৃপ্ত কামনা—Unsatiated desire—

—"And that very night
Shall Romeo bear thee to Mantua."

—কিছু বল। চুপ করে রইলে যে ?

রোহিণী—বাগানে আজ ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, ফোটা ফুল সব ঝড়ো হাওয়ায় মাটিতে পড়ে হাসছে।—বলতে পারেন, একি দেবতার পূজোয় লাগবে ?

[সাজির ফুল বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখাইল]

বঙ্কিম— কঠিন প্রশ্ন। কিন্তু মনে যদি এতই সন্দেহ, তবে সাজি ভরে নিয়ে যাচ্ছ কেন ?

রোহিণী—যদি দেবতা আপনা'হতেই গ্রহণ করেন…

বঙ্কিম— পাষাণ দেবতা হাত বাড়িয়ে তোমার পূজোর ফুল আজকাল গ্রহণ করেন তা'হলে ? [রোহিণী মাথা নীচু করিল] রোহিণি ! সাহস তোমার কম নয়।

রোহিণী—জানেনই ত আমরা অবলা। সহজ কথা সহজভাবে প্রকাশ করতে পাইনে বলেই—

বঙ্কিম— বাঁকা করে প্রকাশ কর। পাপীয়সি! [বঙ্কিমচন্দ্র কিছুক্ষণ পায়চারি করিলেন] বেশ, তোমার সহজ কথা সহজভাবেই শুনবো। বলো কি তোমার নালিশ ?

রোহিণী—জানি, পণ্ডিতদের শাস্ত্রে আমার স্থান নেই ; তার্কিকের তর্কে আমার সপক্ষে যুক্তি নেই, ধর্ম্মের অনুশাসন চিরনির্দ্দিষ্ট পথ দেখিয়ে অহরহ খাড়া হয়ে আছে ; কিন্তু কবির হৃদয়টা কি মনুসংহিতা, সেখানেও কি—

বঙ্কিম— তুমি যে বিধবা !

রোহিণী—বিধবাকে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া "নব্যযুগের" কবি কি কিছুই আর খুঁজে পেলেন না ?

বঙ্কিম— [আপন মনে] নব্যযুগের কবি ! নব্যযুগের কবি !— কিন্তু সমাজ ত তোমার নব্যযুগের কবিকেও ক্ষমা করে না, রোহিণি !

রোহিণী—রোহিণী সমাজের অনুমোদন চায়নি, চেয়েছে স্রষ্টার সম্মতি। তাও কি সে পাবে না ?

বঙ্কিম— না। [চঞ্চল হইয়া পাদচারণা করিতে লাগিলেন]

রোহিণী—না ?

বঙ্কিম— না, না। এ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ভাবাও পাপ।

রোহিণী—সমাজের দোহাই দিয়ে রোহিণীর মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তার হৃদয় ? তাও কি মুখ বুঁজে সব মেনে নেবে ?

বঙ্কিম— তুমি দিশেহারা হয়েছ, রোহিণি! জেনো, এ প্রবৃত্তির পথ। তোমাকে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহারা করে ছুটাতে পারে; কিন্তু শান্তি দিতে পারে না।

রোহিণী—শান্তি ত আমি চাইনে।

বঙ্কিম— শান্তি চাওনা! তবে কি নোঙরবিহীন নৌকোর মত উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তাড়নায় হাল ছেড়েই চলবে স্থির করেছ ? তুমি পথভ্রান্ত—উন্মাদ হয়েছ, রোহিণি! এখনও সময় আছে, নইলে হাহুতাশ, আর্ত্তনাদ, আর চোখের জলে পথ দেখতে পাবে না।

রোহিণী—দিকে দিকে যখন দেখি জীবনের বিচিত্র সমারোহ; রূপরসগন্ধ-স্পর্শময় জগৎ ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করে চলেছে, তখন মনে জাগে প্রশ্নের ঢেউ, হৃদয়ে ওঠে হাকাকার। অণুপরমাণুটি পর্য্যন্ত যেখানে নিজেকে সুন্দরতর শ্রেষ্ঠতর করে সৃষ্টি করবার অধিকার পায়, সেইখানে আমারই কি শুধু অধিকার নেই ? বিধবা—ঐ একটি শব্দের জোরেই কি জীবনের সিংহদ্বার আমার জন্য চিরদিন রুদ্ধ ? —আমার সাহস দেখে তুমি অবাক হচ্ছো; ভাব্‌ছো তোমার সেই রোহিণী এমন মুখরা, এমনি মরীয়া হলো কি করে ? কিন্তু, কবি, বেদনার আগুন যখন মানুষকে পোড়ায়, সেকি তখন শুধু যুক্তির পাথেয়ই সম্বল করে বাঁচতে পারে ? পিপাসায় শুষ্ক তালু, শুষ্ক কণ্ঠের কাছে নিরম্বু উপবাসের মাহাত্ম্য কতখানি ? বিধাতা পুরুষ !

এই যদি তোমার অভিপ্রায়, কেন সৃষ্টি করলে আমাকে; কেনইবা আমার অন্তরে দিলে কামনা, বুকে দিলে ভালবাসা?

বঙ্কিম— রোহিণি!

রোহিণী—না, না, কথা নয়, কবি, কথা নয়। কথার ভিজে গামছা বেঁধে অন্তরের দাহ দূর করা যায় না,—ও থাক্। রোহিণীর জীবন-সমস্যা যে প্রশ্ন তোমার সম্মুখে তুলে ধরেছে, তার সত্য উত্তর দাও,— তাকে সত্য পথের নির্দ্দেশ দাও। বল, কি তার অপরাধ? কেন সে লাঞ্ছিতা, কেন সে বঞ্চিতা, কেন—কেন— [আবেগে কথা বলিতে না পারিয়া প্রস্থানোদ্যত, কিন্তু পুনঃ ফিরিয়া] বল, বল কবি, যে সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ, তাকে তিষ্ঠ বলে আর কতকাল অচল করে রাখ্‌বে?

বঙ্কিম— সমুদ্রের তুলনা দিলে, শুনতে মন্দ লাগলোনা, কিন্তু যে বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি দিয়েছেন আমাদের চিত্ত জয়ের ক্ষমতা, দিয়েছেন বিবেকবুদ্ধি, আরো এমন অনেক কিছু—

রোহিণী—অতি পুরোনো কথা। সৃষ্টির আদি থেকে শুনে আসছি। কবির মুখ থেকে রোহিণীবা নতুন বাণী শুনতে চায়।

বঙ্কিম— নতুনের মোহ থাকতে পারে। তাতে চমকও লাগানো যায়। কুয়াশা সূর্য্যালোককে ঢেকে রাখে, অস্বীকার করা যায় না; তবু তা কি চিরন্তন?

রোহিণী—আমাদের বাড়ীর পাশে পাহাড়ের স্তূপ, এ অতি কঠিন সত্য, তবু এই কি সব?—কবি! তুমি অন্ধ। ভ্রমরের দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার চোখ গেছে ক্ষয়ে, স্বভাব হয়েছে পক্ষপাতদুষ্ট।

বঙ্কিম— [হাসিয়া] একি রকম অনুযোগ আমাকে ভ্রমরের কাছ থেকেও শুনতে হচ্ছে। সে বলে আমি নাকি রোহিণীময় হয়ে গেছি।

রোহিণী ছাড়া আমার মনে দ্বিতীয় চিন্তা নেই—রোহিণী ছাড়া আমার মুখে ভাষা নেই।

রোহিণী—সে ধারণা তার ভুল। যে স্নেহ, মমতা, ভালবাসার নির্ঝর কবির মানসসরোবর থেকে কুলুকুলু নাদে ভ্রমরের উদ্দেশ্যে বয়ে চলেছে, তার একাংশও যদি এই হতভাগিনীর জন্য অবশিষ্ট থাকতো, ধন্য হতাম আমি—সার্থক হতো আমার জীবন যৌবন। কিন্তু কেন, কেন এই অহেতুক করুণা, ভ্রমর কোন্ গুণে আমা হতে শ্রেষ্ঠা ?

বঙ্কিম— বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ?

রোহিণী—না। লজ্জা আমাদের বহু অধিকার হরণ করেছে। আজ আমি নির্লজ্জা হয়েই কবির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চাই। তোমার ভ্রমর কালো, আমি সুন্দরী। সে বোকা, আমি বুদ্ধিমতী। সে আনাড়ী, অমি সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণা—

বঙ্কিম— আর সে সরলা, তুমি কুটিলা, সে পরের দুঃখে দুখী, তুমি পরের দুঃখে সুখী। পরের মন্দ চিন্তা ভ্রমর মনেও ঠাঁই দেয় না, আর তুমি প্রয়োজনে পরের ঘরে সিদ কাটতে দ্বিধা করো না, ভ্রমরের সঙ্গে তোমার তুলনা কোথায়, রোহিণী ?

রোহিণী—যে রিক্ত, সর্ব্বস্বান্ত, তার দান করার উদারতা নেই বলে অভিযোগ করা চলে, শত মুখে নিন্দা করে তাকে ছোটও করা চলে, কিন্তু মানুষের দরবারে এ হয়ত শেষ রায় নয়।

বঙ্কিম— কিন্তু দয়াও পাত্রাপাত্র বিচার করে। রোহিণি ! তোমার মনোভাব যে একেবারে টের পাইনি তা নয়। বলছি, অতটা ভাল নয়।

রোহিণী—এত ভাটপাড়ার ব্যবস্থাই হলো, কবির প্রাণের কথাত হলো না।

বঙ্কিম— কবির প্রাণ নিংড়ে এই কি তুমি বার করে নিতে চাও, গোবিন্দলাল তোমার, ভ্রমরের নয় ?

রোহিণী—না, না, এত বড় দুরাশা আমার নেই।

বঙ্কিম— [ব্যঙ্গ করিয়া] আমারত মনে হয়, কবির কাছ থেকে এই সুবিচারটুকু পাবার জন্যেই তোমার এত অনুনয় বিনয়।

রোহিণী—না, তুমি আমায় ভুল বুঝো না। এমনিত আমার কলঙ্কের অবধি নেই, তার ওপর যদি এ রটে, তাহলে এ সংসারে রোহিণীর স্থান হবে না। তুমি শুধু বলে দাও, আমার উপায় কি ?

বঙ্কিম— সংসারে আর দশজন বিধবা যেমন করে দিন কাটায়, তোমারও সে অবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া ধর্ম্ম।

রোহিণী—তাকে যদি ধর্ম্ম বলে স্বীকার করে নিতে না পারি ?

বঙ্কিম— তোমার দাবী, তোমার অধিকার পূরণ করতে গিয়ে আমি আমার সোনার সৃষ্টি ছারখার করতে পারবো না।

রোহিণী—তাহলে আমাকে সৃষ্টি করার পেছনে তোমার কি উদ্দেশ্য ? আর করলেই যদি কেন বুকে দিলে এত জ্বালা ?

বঙ্কিম— রোহিণি! বিধবার অতখানি দুরাশা থাকলে চলে না। বেশ, তারও ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। বারুণীপুকুরের হিমশীতল জলে হবে তোমার সমস্যার একমাত্র সমাধান।

রোহিণী—বারুণীপুকুর !

বঙ্কিম— হ্যাঁ, হ্যাঁ! বারুণীপুকুর।

রোহিণী—বারুণীপুকুরের জলে ডুবে মরলে তুমি খুসী হবে, কবি ? রোহিণী সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাবে ? [একটুখানি থামিয়া] বেশ, এই যদি আমার স্রষ্টার একমাত্র বিধান হয়—

বঙ্কিম— হ্যাঁ! এই তার কঠিন বিধান—নির্ম্মম উত্তর। যাও, বারুণীপুকুরের জলে ডুবে মরগে—

রোহিণী—বেশ' আমি যাবো—তাই যাবো আমি !

[প্রস্থানোদ্যতা রোহিণী আবার ফিরিয়া]

কিন্তু যাবার আগে তোমাকেও বলে যাই, কবি ! তুমি শুধু রোহিণীর কুৎসিৎ কামনার খবরই পেয়েছো, কিন্তু একবার কি জেনেছো, এই পাপিষ্ঠা কেন কৃষ্ণকান্তরায়ের মত বাঘের ঘরে ঢুকে উইল ফেরৎ দিয়েছে, কেন সে লজ্জার ভয়ে ভীত হয় নি—, নিন্দা গ্লানিকে সগানে অগ্রাহ্য করেছে, নির্য্যাতন, নিপীড়নকে যোগ্য পুরস্কার বলে গ্রহণ করেছে ?

বঙ্কিম— কেন ?

রোহিণী—সে তোমার ভ্রমরগোবিন্দলালকে বাঁচাবার জন্যে।

বঙ্কিম— উইল তুমি ফেরৎ দিয়েছ ?

রোহিণী—সংসারে আমার মত পাপীয়সীর হৃদয়ের মূল্য কতখানি ?

বঙ্কিম— এ সদিচ্ছা না স্বার্থবুদ্ধি !

রোহিণী—স্বার্থবুদ্ধি !

বঙ্কিম— তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পার গোবিন্দলালের প্রতি তোমার কোন মোহ, কোন দুর্ব্বলতা নেই ? হরলাল টাকা আর বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তোমার সুপ্ত কামনার বদ্ধমুখ খুলে দিয়েছিল। তুমি তার ইঙ্গিতে উইল চুরি করেছিলে। গোবিন্দলাল এনেছে তোমার জীবনে পরশমণির পরশ। উইল ফেরৎ দিতে গিয়ে ধরা পড়েছ। সয়েছ লাঞ্ছনা, অপমান। ঘৃণ্য কাজকে মহত্ত্বের আবরণে জড়ানোর চেষ্টা ছাড়। তোমাকে সৃষ্টি করাই আমার ভুল হয়েছে।

রোহিণী—আমার সমস্যা নিয়ে তোমাকে আর আমি বিব্রত করবো না। বুঝলুম, সাহিত্যসম্রাট তায় ঋষি বঙ্কিমের সাম্রাজ্যে রোহিণীর জন্য দড়ি, কলসী ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই। হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি আমি কবি ! [দ্রুত প্রস্থান]

বঙ্কিম— তাইত! এ যে মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। রোহিণীর প্রতি সত্যই কি অবিচার হয়ে যাচ্ছে? রোহিণী…রোহিণী…

[রোহিণীর কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান। কয়েক মিনিট ষ্টেজ অন্ধকার। কিছুক্ষণ পরে অভিমান-ক্ষুব্ধ ভ্রমর এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া গোবিন্দলালের প্রবেশ]

ভ্রমর— আজ থেকে তোমার সঙ্গে আড়ি। এই আমি কথা বন্ধ করলুম। কেন তুমি কবিকে চিঠি দেখাতে গেলে?

গোবিন্দ—কই, দেখাইনিত…

ভ্রমর— নিশ্চয় দেখিয়েছ। নইলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

গোবিন্দ—বারুণীপুকুরের তীরে—বাগানে।

ভ্রমর— কি করছিলে সেখানে? তুমি মিথ্যে বলছ। না, না, তোমার সঙ্গে আর কথা নয়। তুমি—

গোবিন্দ—ভ্রমর—ভোমরা— [ভ্রমর চুপচাপ] ভূমরি—ভূমি—ভোং—আমার কালেমাণিক—কালোসোনা—আমার হৃদয়েশ্বরী—

ভ্রমর— না, আমি কথা বলবো না। যাও—

গোবিন্দ—আমার ঘাট হয়েছে। লক্ষ্মী, মাণিক আমার, আর রাগ করোনা। ক্ষমা চাইছি— [ভ্রমর তখনও নীরব]
বেশ, তুমি যখন আমার সঙ্গে কিছুতেই কথা কইবে না, তখন আমিও চুপচাপ বসে আর কারু মুখ ধ্যান করবো। [এইবার ব্রহ্মাস্ত্র পড়িল]

ভ্রমর— এই আমি কথা কইছি। [এইবার গোবিন্দলালের অভিমানের পালা] শোন, শোন, বলছি। আমার আর রাগ নেই।

গোবিন্দ—উহুঁ। তবুও না—

ভ্রমর— শোন—

গোবিন্দ—না—না—

ভ্রমর— শোন—শোন বলছি—

গোবিন্দ—তুই সর্ত্তে তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমি রাজী। পয়লা নম্বর হলো, তুমি আমায় আর গাল দেবে না।

ভ্রমর— আচ্ছা! নাহয় দেবো না।

গোবিন্দ—দু'নম্বর হলো, কবির লেখার সময় উৎপাত করতে পারবে না।

ভ্রমর— খুব করবো, একশোবার করবো। তিনি আমাদের মাঝখানে রোহিণীকে টেনে আনবেন, আর আমি তাঁকে বাহবা দেবো। এই বুঝি কবির হয়ে তুমি ওকালতি করতে এসেছ?

গোবিন্দ—না। না। এ যদি হয়ত মস্ত অপরাধই বলতে হবে।

ভ্রমর— আরো বলে কিনা, ভ্রমর কালো—রোহিণী সুন্দরী—

গোবিন্দ—এও বলেছে! তা'হলে বুড়োর হয়ে আর ওকালতি করা গেল না।

ভ্রমর— এতে রাগ হয় না?

গোবিন্দ—খুব হয়। তা যাক্‌গে, বুড়ো কি করে জানলে যে, ভ্রমর আমার সাত রাজার ধন মাণিকেরও বেশী!

ভ্রমর— ফাঁক পেলে আমি বই পুড়িয়ে দেবো।

গোবিন্দ—দেওয়া উচিৎ। সাহিত্য সম্রাটের তা'হলে একটা শিক্ষা হয়। [কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া] আচ্ছা, ভ্রমর! এমন যদি হয়—ধর, রোহিণী তোমার স্বামী রত্নটীকে সত্যি ভালবাসলো—

ভ্রমর— তোমার যেমন বুদ্ধি! ও কেমন করে ভালবাসবে?

গোবিন্দ—কেন? রোহিণী কি ভালবাসতে পারে না?

ভ্রমর— কেমন করে বাসবে? পোড়ারমুখীর কি তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?

গোবিন্দ—তাই ত ! এত বড় কথা মনেই ছিল না। ও পথে যে কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে।

ভ্রমর— তার ওপর সে বিধবা। বিধবারা কি ভাল বাসতে পারে ?

গোবিন্দ—দুটোই শাস্ত্রসম্মত অকাট্য যুক্তি। ধর, এত সব বিধিনিষেধ ও বাধা এড়িয়েও যদি—

ভ্রমর— যদির কথা অবান্তর। চোরকে আমার ধন চুরি করতে দেবো না। [গোবিন্দলালকে কাছে টানিয়া যেন সযত্নে পাহারা দিতেছে]

গোবিন্দ—কিন্তু সুখের সংসারেও আজ রাহুর দৃষ্টি।

ভ্রমর— রাহু ! কোথায় ? সব বাজে কথা। ওসব রেখে এখন চিঠিগুলো ফেরৎ দাও দিকি—

গোবিন্দ—এই নাও ! [চিঠিগুলি পাইয়া ভ্রমর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।]

কি কুক্ষণে আমি রোহিণীকে দেখেছিলাম, কি কুক্ষণে রোহিণী গেল বারুণীপুকুরে ডুবে মরতে, আর কি কুক্ষণে আমি নিমিত্ত মাত্র হলাম তাকে বাঁচাবার—তার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবার। তার অধর সুধা স্পর্শ করে অবধি আমার দেহ মন যেন অবশ হয়ে গেছে। সমাজ, ধর্ম্ম, স্বামীস্ত্রীর পবিত্র বন্ধনও আজ শিথিল হয়ে উঠছে—না, না, এই মোহঘোর আমাকে কাটাতে হবে, এই দুর্ব্বলতা—এই যে রোহিণী –

[রোহিণীর প্রবেশ]

তোমার কথাই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে কোন দুষ্টগ্রহের পুচ্ছ তাড়নায় আমরা এইখানে এসে ছিটকে পড়েছি। আমাদের দু'জনের দেখাশুনা না হলেই যেন মঙ্গল ছিল। —যাক্, আমি এক নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবছি।

রোহিণী—কি ব্যবস্থা ?

গোবিন্দ—তোমাকে এ দেশ ছাড়তে হবে।

[রোহিণীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল]

রোহিণী—দেশ ছাড়তে হবে। [আপন মনে] এর চেয়ে মৃত্যুও যে ঢের ভালো ছিল। কোন কিছু চাইনি, শুধু একটুখানি চোখ ভরে দেখবার অধিকার, তাও—পাবনা ?

গোবিন্দ—শোন, কলকাতায় আমার এক বন্ধুর কাছে চিঠি দিচ্ছি। তিনি সেখানে তোমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। তোমার কাকার একটা চাকরীও করে দেবেন তিনি। তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

রোহিণী—কবি! তুমি ঠিকই বলেছিলে। এক বারুণীপুকুরের শীতল জল ছাড়া রোহিণীর জ্বালা কেউ বুঝবে না। সত্যি তুমি অন্তর্য্যামী, দয়ার সাগর। তাই কপালকুণ্ডলাকে সমুদ্র বক্ষে স্থান দিয়েছিলে, কুন্দনন্দিনীকে পাঠিয়েছিলে মৃত্যুর আশীর্ব্বাদ, আর আমাকেও—বেশ, আমি যাবো; যাবো আমি।

[রোহিণী প্রস্থানোদ্যতা। দ্রুত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ]

বঙ্কিম— কোথায় যাচ্ছ; রোহিণী, দাঁড়াও! [রোহিণী দাঁড়াইল] আজ আমি তোমার সম্বন্ধে অনেক লিখেছি। শুনবে গোবিন্দলাল ? [গোবিন্দলাল সাগ্রহে আগাইয়া আসিল, বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডুলিপি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন]—"রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি ? করেনা।—কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টক ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না।"

গোবিন্দ—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ?

বঙ্কিম— কি জানি। হয়ত হয়েছে। রোহিণীকে শাস্তি দিলে তোমরা

খুসী হও, সমাজ খুসী হয়, এমন কি সনাতন বঙ্কিমচন্দ্রও খুসী হয়, কিন্তু মানুষ বঙ্কিম, শিল্পী বঙ্কিম ব্যথিত হয়।

গোবিন্দ—আজ তোমারও মুখে ভাঙ্গনের সুর?

বঙ্কিম— রোহিণী আমার সৃষ্টি। শতদল পদ্মের মত আনন্দ বেদনায় তার জন্ম। রোহিণীর মৃত্যুর কথা যে আমি ভাবতে পারিনে।

গোবিন্দ—এই একটু আগেই তুমি মেঘের উপমা দিলে। মেঘ কণ্টক বৃক্ষ দেখে বৃষ্টি সংবরণ করে না সত্য, কিন্তু মেঘের পক্ষে যা সত্য, মানুষের পক্ষে তা' কি সম্ভব? রোহিণীর প্রতি করুণা আর পাপের প্রশ্রয় কি এক নয়?

রোহিণী—বিধাতা! এমন করে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মারার চেয়ে একেবারে মৃত্যুর কোলে কি চির বিশ্রাম তুমি আমায় দিতে পার না? এতই অকরুণ, এতই নিষ্ঠুর তুমি!

বঙ্কিম— রোহিণি! তোমার চোখে জল!

গোবিন্দ—রোহিণীর চোখে জল আজত নতুন নয়। এ নিয়ে কেউ কোন কালে মাথা ঘামায়নি। হঠাৎ তুমি এমন সৃষ্টি ছাড়া কাজ করতে গেলে কেন?

রোহিণী—[আর্ত্তনাদ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পায়ে হাত রাখিল] কবি! তুমি আমায় মারো, নিঃশেষে মারো। প্রাণ ধারণের গ্লানি থেকে বাঁচাও—বাঁচাও তুমি আমাকে!

গোবিন্দ—সাবধান, কবি! মানুষ যখন লোভ মোহের অতীত নয়, তখন রোহিণীর চোখের জল আর আর্ত্তনাদে গলে গিয়ে সর্ব্বনাশ ডেকে এনোনা। কে বলবে, এ অশ্রু না বিষবৃক্ষের অঙ্কুর?

বঙ্কিম— যুক্তি তর্ক বহু হয়েছে, গোবিন্দলাল, বহু হয়েছে। ঐ দেখ, রোহিণী কাঁদছে। "তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল!"

——0——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শরৎচন্দ্রের সংসার।

[শরৎচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" পড়িতেছেন। একজন বৃদ্ধ বাউল অদূরে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্রকে গান শোনাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।]

শরৎচন্দ্র—শুধুমাত্র "আহা" বলেই বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তব্য সেরে যাচ্ছেন। "রোহিণীর অনেক দোষ। তাঁর কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি ?—করেনা। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই। পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টক বৃক্ষ দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করেনা। তা তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল।" না—হলোনা—শুধু মাত্র আহাতেই রোহিণী সমস্যার সমাধান হবেনা। বঙ্কিমচন্দ্র! তোমাকে আরো নাবতে হবে—ডুবতে হবে—তবে—তবেই—

বাউল— বাবু! গান শুনবেন বলেছিলেন ?

শরৎ— ওঃ, হ্যাঁ, গাও, ভাই, গাও—

গান

"মনের কথা কইবো কি সই কইতে মানা
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচেনা।
মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তারে যায়গো চেনা
সে দু' এক জনা ;

সে যে রঙ্গে ভাসে প্রেমে ডোবে

করছে রসের বেচাকেনা।

মনের মানুষ মিলবে কোথা

বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা

ও সে কয়না কথা।

মনের মানুষ উজান পথে করে

আনাগোনা।"

শরৎ— বেশ! বেশ! তোমার গান শুনে ভারী খুসী হলাম; যথেষ্ট আনন্দ পেলাম।

বাউল— আপনাকে আনন্দ দিতে পারা আমার পরম ভাগ্যির কথা —

শরৎ— কিন্তু তোমার দোতারাটী এত গ্রন্থিময় কেন? অসুবিধে হয় না?

বাউল— না! ওতে আমার কাজ চলে যায়।

শরৎ— এক কাজ করনা কেন? আমার একটি আনকোরা যন্ত্র আছে। বহুবছর আগে এক ওস্তাদজী খুসী হয়ে উপহার দিয়েছিলেন। ওটি নাও। তোমার হাতে মানাবে ভাল। শাস্ত্রে আছে, বাঁশী, অসি, নারী যোগ্য লোকের হাতে না পড়লে মর্য্যাদা পায় না।

বাউল— আপনি গাইবেন কি করে?

শরৎ— আজ কাল আমি বড় একটা গাইনে। ওহে রতন—

বাউল— মাপ করতে হবে, বাবু!

শরৎ— অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে—

বাউল— আপত্তি ঠিক নয়। গরীব মানুষ। দামী যন্ত্র নিয়ে কি করবো?

শরৎ— যন্ত্র ত জাত বিচার করে না। খাঁটি শিল্পীর হাতে তার কদর।

বাউল— কিন্তু আমার কাজ যে এই সব ছেঁড়া টুকরো সব যোগাযোগ করে তাদের ভেতরকার বোবা সুরকে টেনে বার করা। আপনার ঐ আনকোরা যন্ত্রটি এটির সঙ্গে পারবে কেন?

শরৎ— বলো কি হে! তুমি ত দেখ্‌ছি আমারি সগোত্র।

বাউল— কি যে বলেন বাবু। আপনি কেন আমাদের মত হতে যাবেন। এত আর দুঃখীর জীবন নয়, ঘাটে মাঠে ঘুরে ঘুরে কাটাতে হবে?

শরৎ— সত্যি, ভাই, আমিও তোমার মত দুঃখী। তুমি কখনও মনের মানুষ খুঁজে বেড়াও, কখনোও বা মানুষের চিরন্তন অভাবের কথা সুর ও ছন্দে রূপায়িত করো, কখনও বা বৃন্দাবনের চির কিশোর কিশোরীর লীলা গাথা গেয়ে বেড়াও, তুমি একরকম সুখী। কিন্তু সংসারে আমার মত দুঃখী অল্পই আছে। দুঃখের বোঝা বইবার জন্যই যেন আমার জন্ম। যাদের নালিশ কেউ শোনে না, আমি তাদের কথাই বলি, তাদেরই চোখের জলে মালা গেঁথে সাজাই।

বাউল— ঠিক বুঝতে পারলুম না।

শরৎ— আমি লিখি।

বাউল— তা'হলে ত আপনি রাজা মানুষ। আমাদের গাঁয়ের ঘনশ্যাম মুন্সীকে কে না জানে। কট, কবলা, তমসুক লিখে লিখে রাজা বনে গেল। ভাগ্যবান লোক আপনারা। পায়ের ধুলো দিন।

শরৎ— ঘনশ্যাম বিষয়ী লোক। ওর ভাগ্য ও বিদ্যা আমার হবে কেন?

বাউল— আপনাকে দেখেই চিনেছি। ঘনশ্যাম আপনার পায়ের ধুলোর যুগ্যিও নয়।

শরৎ— কিন্তু, ভাই, আমি যা লিখি, তার জন্য পয়সা দেওয়া দূরে থাক, উল্টো লাঞ্ছনা, গঞ্জনাই শুধু পুরস্কার হিসাবে পেয়ে থাকি। ঐ যে বল্লুম, যারা পেলেনা কিছু, দিলেই শুধু। তারাই দিলে আমার মুখ খুলে। তারাই পাঠালে আমায় মানুষের দরবারে মানুষের নালিশ জানাতে।

বাউল— আপনি তাহলে ভাবের মানুষ।

শরৎ— সে আর হতে পারলাম কৈ ?

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

রাজলক্ষ্মী—বলি, আজ চানটান, খাওয়া দাওয়া কিছু হবে, না কাব্যরসেই পেট ভরবে ?

শরৎ— লক্ষ্মি ! আজকে সত্যি একটা গুণীলোকের দেখা পেয়েছি।

বাউল— এ হচ্ছে বাবুর বাড়াবাড়ি। বিশ্বাস করবেন না, মা। আসলে উনি নিজে খাঁটি কি না-—

শরৎ— না, ভাই, তোমার সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করতে পারলেও একটু করতুম, কিন্তু তুমি তার অনেক ওপরে।

রাজলক্ষ্মী—তা যেন হলো। স্বীকার করলাম, বন্ধুটি তোমার পরম রত্ন।. কিন্তু বাড়ীর দাসী চাকরগুলোর ক্ষিদে তেষ্টা বলে একটা পদার্থ আছে।

বাউল— বড় অন্যায় হয়ে গেছে, মা ! যান, বাবু, যান। দুটো খেয়ে নিনগে। আমি দু'বাড়ী ঘুরে পেটের জোগাড়টা করে নিই—

শরৎ— লক্ষ্মি ! ওকে কিছু— [রাজলক্ষ্মী ভিতরে গেল]

শরৎ— তোমার এই বন্ধুটিকে ভুলো না, ভাই। মাঝে মাঝে এসে তোমার গান শুনিয়ে যেও।

বাউল— আস্‌বো, নিশ্চয় আসবো। আপনাদের শুনিয়েই যে আমার তৃপ্তি। রাধাকৃষ্ণের লীলা কাহিনী শোনাবার ভাগ্যি বড় পুণ্যি ফলে মেলে।

[রাজলক্ষ্মী চাউল, টাকা ও একখানা কাপড় আনিয়া দিল]

একেবারে এত ! এ যে রাজভিক্ষা। আমার মা'টি পূর্ব্বজন্মে কোন রাজার ঘরের মেয়ে ছিল। [ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া] জয় হোক্, মঙ্গল হোক্, মা। [প্রস্থান]

রাজলক্ষ্মী—এবার দু'টো মুখে দেবে চল।

শরৎ— চল। [প্রস্থান]

[রাজলক্ষ্মী ঘরের অগোছালো জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেছে। প্রবেশ করিল রমা।]

রমা— লক্ষ্মীদি!

রাজলক্ষ্মী—আয়, রমা, আয়। বহুদিন দেখতে পাইনি। কোথায় ছিলি?

রমা— সদরে গিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী—কেন?

রমা— সাক্ষী দিতে।

রাজলক্ষ্মী—এর আগেত কোনদিন সদরে যেতে দেখিনি তোকে। জমিদারী সংক্রান্ত খুব জরুরি কাজ ছিল বুঝি?

রমা— হ্যাঁ, ভাই, খুবই জরুরি। কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত নয়।

রাজলক্ষ্মী—তবে?

রমা— দুঃসাহস দেখ একবার! আমাদের মত সমাজপতির দল পল্লীসমাজের মধ্যে টিকে থাকতে রমেশ ঘোষাল কিনা ভৈরব আচায্যির বাড়ী ঢুকে ছুরি মারবার সাহস করে!

রাজলক্ষ্মী—ওঃ, এই কথা! [মৃদু হাসিল]

রমা— তুমি বুঝি ভাবছ, আমি ঠাট্টা করছি?

রাজলক্ষ্মী—তবে কি ভাববো সত্যি বলছিস?

রমা— সত্যি বলছি, দিদি!

রাজলক্ষ্মী—[আবার হাসিয়া] আচ্ছা, কি সাক্ষী দিলি তুই?

রমা— সত্যি মিথ্যে অনেক কিছু—

রাজলক্ষ্মী—পারলি?

রমা— পারলুমনা আবার? খুব পারলুম। শুধু কি সাক্ষী দিলাম, সাক্ষীর নামে যে সব মিথ্যে কথাবৃষ্টি করে এলাম, সে যদি

তুমি দেখতে—

রাজলক্ষ্মী—দেখে আর কাজ নেই বাপু। এখন থাম্ দিকিনি। যে কথা শত্রুও বলবেনা—

রমা— শত্রুরা বলুক আর না বলুক, মিত্রদের বলতে আপত্তি আছে? আমাকে দিয়ে যা বলাতে চাইলেন, সবই বলে এলুম আমি।

রাজলক্ষ্মী-তোরা সবাই মিলে দিনকে রাত করলি বল। এ'ত সবাই জানে যে, মিথ্যে দেনার দায়ে বেণী ঘোষাল তাঁর খুড় শ্বশুরের মারফৎ ভৈরব আচার্য্যির বাড়ীঘর সব বিক্রি করে নিতে চেয়েছিলেন। ভৈরব রমেশবাবুর হাতে পায়ে ধরে সাহায্য চাইলে। তাকে যাতে পথে দাঁড়াতে না হয়, রমেশবাবু সে ব্যবস্থা করলেন। হাজার টাকা তার জন্ম দণ্ড দিলেন। আর সেই নিমকহারামটা কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করলে কৃতঘ্নতায়। উল্টো কোর্টে গিয়ে বেণীবাবুর ঋণের কথা স্বীকার করে এলো। মাঝখানে রমেশবাবুর সমস্ত টাকাটা গেল জলে।

রমা— এত করেও ভৈরব খুসী হয়নি। এখন সে বেণীদা, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর দলকে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে। এক রমেশদা ছাড়া গাঁয়ের সবাই হয়েছে নিমন্ত্রিত।

রাজলক্ষ্মী—বটে!

রমা— তুমি কি এদিককার কোন খবরই রাখনা?

রাজলক্ষ্মী—সব না জানলেও কিছু কিছু যে রাখিনে তা নয়। অতখানি বিশ্বাসঘাতকতা ভগবান কি সইবেন?

রমা— ভগবান সইবেন কিনা জানিনে, তবে রমেশদা সয়েছেন।

রাজলক্ষ্মী—আর তোরা সব মাতালের সাক্ষী শুড়ি সেজে—

রমা— তাঁর শ্রীঘরের ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করেছি। আগে বুঝতে পারিনি, এতটা হবে। সাক্ষী দিতে গিয়ে বুঝলুম, পুলিসের দল

তাঁকে কম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেননা।

রাজলক্ষ্মী—তাহলেত সোনায় সোহাগা। রমেশবাবু শুনেছেন সব ?

রমা— কাঠের পুতুলের মত নিথর, নিস্পন্দ হয়ে দেখেছেন সব। তাঁর কাছে এ ছিল রীতিমত এক দুঃস্বপ্ন। বোধ করি অবাক হয়েই ভাবছিলেন, তার এত আদরের রাণী এত বড় নিষ্ঠুর হলো কি করে ? শুনেছি, তারপর তিনি নিজেকে বাঁচাতে পর্য্যন্ত চাননি। এর চেয়ে জেল, দ্বীপান্তরের ব্যবস্থাকেও ভাল মনে করেছেন।

রাজলক্ষ্মী—বেণীবাবু গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের কথা বুঝতে পারি, কিন্তু তোর নিজের কাছে কি কৈফিয়ৎ দিবি আগে তাই বল ?

রমা— কৈফিয়ৎ! কোন কৈফিয়ৎ যে আমার নেই।

রাজলক্ষ্মী—নিজের প্রাণে নিজের হাতে কুড়ুল মারবার আগে মরতে পারলিনে, হতভাগী!

রমা— পারতুম। মরণও যে কামনা করিনি তা নয়, কিন্তু আমাদের দেশের বিধবারা এত সহজে মরেনা। মরণও তাদের দয়া করতে ভয় পায়।

রাজলক্ষ্মী—তাই বলে এত বড় অবিচার—

রমা— পল্লীসমাজে বাস করে আমার মত বিধবার পক্ষে এছাড়া আর কি উপায় ছিল ? নিঃসহায় মেয়েমানুষের নামে কলঙ্ক রটানো থেকে শুরু করে, তার বারব্রত, পূজাপার্ব্বণ, তার দানধর্ম্ম, ছোট ভাই যতীনের উপনয়ন—এমনি হাজার ছলে জব্দ করবার চাবিকাটি যাদের হাতে, তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একা কি করে টিকবো এখানে ? তাছাড়া— [নেপথ্যে শরৎচন্দ্র ডাকিলেন, "লক্ষ্মি !" রমা প্রস্থানোদ্যতা।]

রাজলক্ষ্মী—একি ! কোথা যাচ্ছিস ? রমা—রমা—

রমা— আমায় ক্ষমা কর, দিদি! [প্রস্থান। শরৎচন্দ্রের প্রবেশ]

শরৎ— একটু আগে কার কান্নার শব্দ শুনছিলাম যেন?

রাজলক্ষ্মী— রমার।

শরৎ— রমার কি হলো আবার?

রাজলক্ষ্মী—নতুন কিছুই নয়। পল্লীসমাজের যে চক্রান্তজালে তাকে জড়িয়ে দিয়েছ, তার কাঁদবার পক্ষে তাইতো যথেষ্ট।

শরৎ— আমাদের দেশের মেয়েরা ধূপের মত নিজেকে জ্বালিয়ে দেবে, তবুও মুখ ফুটে টুঁ শব্দটী করবেনা।

রাজলক্ষ্মী—তার মানে, তারা তত বড় অসহায়।

শরৎ— "অসহায়" শব্দটা কোনকালে মানুষের অভিধানের শেষকথা নয়। এই যেমন ধরো, তুমি—

রাজলক্ষ্মী—আমার কথা থাক।

শরৎ— কেন থাকবে? কাশী থেকে ফিরে এসে তোমার মা যে শুধু তোমার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে ছিলেন তা'নয়, সত্যই সেদিন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছিল। তোমার জীবনের অন্ধকার পর্য্যায়ে পিয়ারী বাইজী ছাড়া আর কোন পরিচয়ই ত ছিল না।

রাজলক্ষ্মী—পরিচয়ের কথা তুলে লাভ কি, মনে প্রাণে বাইজীইত হয়েছিলাম। শুনেছি, এদেশে বহু মনিষী, শিল্পী, স্রষ্টা এসেছেন, এক বিদ্যাসাগর ছাড়া কেউ যদি আমাদের জন্য "আহা উহুঁ" করেও থাকেন, সে আমাদের কানে পৌঁছালেও মর্ম্ম স্পর্শ করেনি। তারপর একদিন বাংলার সাহিত্য আকাশে ধ্রুব তারার মত তুমি দিলে দেখা। শরৎচন্দ্র তুমি—শরতের চন্দ্রের মতই তোমার আবির্ভাব। আমরা রমা, লক্ষ্মীর দল, তোমার আশেপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালাম। তুমি আমাদের অপরিচিতের মত পায়ে ঠেলনি। আপন জনের মত কাছে টেনে

দু'হাতে চোখের জল দিলে মুছে।

শরৎ— সে কথা শুনে শুনেত কান ঝালাপালা হয়ে গেল, আর কেন?

রাজলক্ষ্মী—সে বড় শুভক্ষণ, অতি দুর্লভ এক মুহূর্ত্ত, যখন রামচন্দ্রের পায়ের ছোঁয়ায় পাষাণী অহল্যার শাপমুক্তির মতো তোমার অমর তুলির স্পর্শে পিয়ারীর মধ্যে রাজলক্ষ্মীর হলো বোধন। তারপর থেকে সুরু হলো রাজলক্ষ্মীর বেঁচে থাকবার বড়ো হয়ে ওঠবার অহরহ সাধনা। এ যে আমার পূর্ব্ব জন্মের অনেক সুকৃতির ফল, এর বেশী আশা করবো কোন্ সাহসে?

শরৎ— তা করবে কেমন করে? শুধু আমারি চাওয়া-পাওয়ার শেষ রইলোনা। এ জীবনে বহু দেখেছি। দেখেছি নারীপুরুষের মিছিল। ভেবেছি কত অক্ষম, অসহায় তারা। যখন দেখি কিরণময়ীর মত নারীও অতুলনীয় মানসিক সম্পদ ও তেজস্বিতা নিয়ে পাগল হয়ে যায়, শিক্ষিতা, মার্জ্জিতরুচি অচলা আপন সমস্যার কিনারা না পেয়ে অচল হয়ে থাকে, তখন কি আর আশা করতে পারি, রমা, মাধবী, সাবিত্রীর মধ্যে? শুধু ভুলতে পারিনে, একটি মাত্র নারীর কথা। অভয়া—অগ্নিময়ী অভয়া আমার। দুঃখের তপস্যায় সে ভাস্বর, মানবতার কষ্টিপাথরে মানুষের চরম মূল্য যাচাই করে নিতে সে বদ্ধপরিকর। সেই শুধু পরখ করতে চায়, সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়ো, না তার জন্মের হিসাবটাই বড়ো। তার পরিচয় বহন করে ধন্য হয়েছে আমার শিল্পীজীবন। তাই আমি ভাবছি, এমন আর একটা চরিত্র সৃষ্টি করবো, যে শিক্ষায়, দীক্ষায়, আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মানে হবে অচল, অটল—

রাজলক্ষ্মী—সে কে, শরৎদা!

শরৎ— সে আমার দুঃখ সমুদ্রে ফোটা কল্পনার কমল—আমার বড়,

বড় আদরের—কিন্তু ওকি, হঠাৎ এত কলকোলাহল—এতখানি গোলমাল—

[দ্রুত রমার প্রবেশ]

রমা— শরৎদা! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

শরৎ— সর্ব্বনাশ!

রমা— সর্ব্বনাশ! পুলিস এসে রমেশদাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

শরৎ— গ্রেপ্তার করেছে! রমেশকে!

রমা— জোর করেই তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। অনুরোধ, উপরোধ পয্যন্ত শুনলেনা।

শরৎ— [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] এইতো তোমরা চেয়েছিলে।

রমা— তাঁকে তুমি বাঁচাও—বাঁচাও, শরৎদা!

শরৎ— বাঁচাবো, কেন? কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলে, তখন মনে ছিলনা?

রমা— আমার অপরাধের শাস্তি আমাকেই দাও। আমি তা মাথা পেতে নেব। তিনিত নির্দ্দোষ, তাঁকে সব আঘাত থেকে আড়াল করে রাখ।

শরৎ— বুঝলে লক্ষ্মী, রমেশের বিচারের দৃশ্য যদি তুমি দেখতে, চোখের জল সামলাতে পারতে না। সারাক্ষণ সে শুধু রমার মুখের দিকে চেয়েছিল। তার ধারণা ছিল, যে যাই বলুক স্বার্থের খাতিরে রমা অন্ততঃ মিথ্যে বলবে না। কিন্তু বিচারের সময় কী হলো দেখ, রমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, রমেশের হাতে ছুরি আছে কিনা, সে তখন স্মরণই করতে পারলে না, আর আজ এসেছে কিনা রমেশের মুক্তির জন্য সুপারিশ করতে? বেশ, হয়েছে! মরুক, মরুক সে জেলের ঘানি টেনে।

রমা— [আর্ত্তনাদ করিয়া] শরৎদা!

[সনাতনের প্রবেশ। রমা ও রাজলক্ষ্মীর প্রস্থান]

সনাতন—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, যদু মুখুজ্জের মেয়ে রমাকে আমরা সতীলক্ষ্মী বলেই জানতাম্। কিন্তু এসব কি কাণ্ড বলোত? সেদিন গভীর রাত্রে দেখি কি, রমা রমেশের ঘর থেকে চুপিচুপি বেরুচ্ছে! আর আজ, রমেশের দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে, বলি হোল কি? এমনিত দেখি, বাইরে খুব হৈ হাঙ্গামা, ভেতরে ভেতরে এত! ডুবে ডুবে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পায় না, না? কি, কথা বলছোনা যে?

শরৎ— তা রমা রমেশ সমন্ধে কি যেন বলছিলেন, সনাতন শিরোমণি মহাশয়!

সনাতন—তবু ভাল! এতক্ষণে শুনতে পেলে। এই যে বিধবা নিয়ে চলাচলি—

শরৎ— বিধবা!

সনাতন—বিধবা কি বলছো, জলজ্যান্ত বিধবা!

শরৎ— হ্যাঁ! বিধবার ভালবাসা মস্তবড় অপরাধ বৈকি?

সনাতন—নিজের মুখে অপরাধ কবুল করলে ত?

শরৎ— নইলে কি আর উপায় আছে? আপনারা ঘাড় ধরিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবেন।

সনাতন—সমাজ এত বড় অন্যায়ত আর চোখ মুখ বুজে সইতে পারে না।

শরৎ— শুনতে পাই বিধবা বিবাহকে বৈধ করে গভর্ণমেণ্ট আইন পাশ করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পুঁথিপত্র শাস্ত্রসমুদ্র ঘেঁটে প্রমাণও করেছেন।

সনাতন—খামোকা তিনি পণ্ডশ্রম করতে গেলেন কেন? কে তাঁকে বলেছিল এ সব পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটিতে?

শরৎ— কেউ তাঁকে বলেননি। তাঁর দরদী মনই তাঁকে নির্দ্দেশ

দিয়েছিল।

সনাতন—দরদী মন! হেসে বাঁচিনে। এমন অশাস্ত্রীয় অবৈধ ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করলে আমরাও বা তাঁকে ছাড়বো কেন?

শরৎ— ছাড়েন নি আপনারা। তবু তাঁর স্বভাব ছিল এমনি। সবাকার সকল অপমান উপেক্ষা করে তিনি একলা চলেছেন।

সনাতন—দরদ তোমার কোনদিক থেকে উথলে উঠেছে, সে আমার বুঝতে বাকী নেই। তা'হলে সত্যি কথাটা বলি শোন। সমাজের উন্নতি কর, দেশের শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাব, খুব ভাল কথা, আমরা হাত তুলে তোমাকে আশীর্ব্বাদ জানাবো, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির নামে ব্যভিচার—

শরৎ— ব্যভিচার!

সনাতন—ব্যভিচার ছাড়া একে কি বলে, বাপু! তোমার "চরিত্রহীন", "গৃহদাহ", "স্বামী", "শ্রীকান্ত"টা কি?

শরৎ— শুধু ব্যভিচার!

সনাতন—না। এগুলো নতুন সমাজের এক একটা বেদ-বেদান্ত। দেখ বাপু, ওসব দুঃশাসনী বুদ্ধি ছাড়। সাহিত্য ও সমাজের দোহাই দিয়ে, কাব্যলক্ষ্মী ও সমাজলক্ষ্মীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে টানাটানি শুরু করলে, আমরা কিন্তু ছাড়বোনা বলছি। সমাজের শ্রী, "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার" একটা দায় আমাদেরও আছে। এতক্ষণ ত বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বলে চেঁচাচ্ছিলে? তার অগুণটাই শুধু চোখে পড়ে, আর কিছু পড়েনা? পড়েছে তাঁর লেখা? বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন—

শরৎ— সে আর পারলাম কৈ?

সনাতন—পড়ো, পড়ো, প্রচুর জ্ঞান জন্মে যাবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন লিখতেন, "এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি।

এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চরমাণ-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, অধিত্যকা প্রদেশে ঘন সন্নিবিষ্ট বনপাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে" —...... আহা! কি ভাব! কি শব্দলালিত্য! যেন সংস্কৃত পড়ছি আর কি!

শরৎ— আমরা যে আজকাল বাংলায়ই লিখি, শিরোমণি মশায়।

সনাতন—বাংলা! বাংলা! বাংলা! বাংলা আবার একটা ভাষা! সংস্কৃত ছাড়া বাংলার পৃথক অস্তিত্ব আছে নাকি আবার! যত সব ম্লেচ্ছের কারবার!

শরৎ— রামমোহন, বিদ্যাসাগরে যার আরম্ভ, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথের সাধনার ধারা বাংলা ভাষার একটা বনিয়াদ খাড়া করেছে।

সনাতন—তুমি বুঝি তাঁদের চেলা!

শরৎ— হ্যাঁ! তাঁদের ভাবশিষ্য বলতে পারেন।

সনাতন—বুঝেছি। আর বলতে হবেনা। তার মানে এমন ফলফুলে পল্লবিত ভাষাটার ডালপালা কেটে নিরাভরণ করে ছেড়েছ বল। কারবার যেমন তোমার বিধবাদের নিয়ে; ভাষাটাকেও করেছ বিধবা। শব্দের ঝঙ্কার, সমাসবদ্ধ বাক্যের অনুরণন, নৈসর্গিক বর্ণনা—কিছুই আর তোমার সাহিত্যে নেই বলো?

শরৎ— না, নেই। অন্ততঃ আমার সাহিত্যে নেই।

সনাতন—ও হরি! তা'হলে কি সম্বল নিয়ে এই মহাসমুদ্রে তরণী ভাসাবার দুঃসাহস করছ?

শরৎ— "অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। তাই সাহিত্য সাধনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য আমার ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প পরিসরবদ্ধ। তবু এইটুকু দাবী করি, অসত্যে

অনুরঞ্জিত করে তাদের আজো আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।"

সনাতন—এ সব ঘোরপ্যাঁচ, গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটা কি বলোত?

শরৎ— আমি বলি মানুষ কেন মানুষের মর্য্যাদা পাবেনা?

সনাতন—তার মানে?

শরৎ— "ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ অধর্ম্মই সবটুকু নয়, মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মাও বলা যেতে পারে, সে তার সকল অপরাধের চেয়ে বড়। আমার সাহিত্য রচনায় যেন তাদের অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেনবা এতবড় প্রশ্রয় পায়।"

সনাতন—বলো কিহে! কোনদিন হয়ত তোমাদের মত অর্ব্বাচীন ছেলে ছোকরাদের মুখে শুনবো, চুরি করাও মহাপুণ্য। সংসারে সৎ, অসৎ, সাধু, অসাধু যে আছে, এও বোধ হয় মানতে চাওনা?

শরৎ— মানি, কিন্তু তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিচয় যেখানে আছে—

সনাতন—এত তর্ক, এত যুক্তি কেন? তোমার রমাদের অবৈধ প্রণয়টা সমাজে চালিয়ে দেবার একটা ফিকির নয়ত?

শরৎ— শুধু রমাদের কেন, সমাজ যাদের ওপর সুবিচারের নামে অবিচার করেছে, আমি তাদের সবাকার মুখপাত্র হয়ে এসেছি। রমা, সাবিত্রী, অভয়া, কিরণময়ী—সবাকার ব্যথা জমে উঠেছে এই বুকে। এমন কি রাজলক্ষ্মীর অতৃপ্ত মাতৃত্ব—

সনাতন—ধীরে, বাপুহে, একটু ধীরে। একটু রয়ে সয়ে। বলি, সমাজে সতীসাধ্বী, বিধবা বেবুশ্যের মধ্যে যে তফাৎ আছে, এও কি জাননা? শোন, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আমার উপদেশটা শোন। এ সব অনাচার—

শরৎ— এইকি আপনার উপদেশ?

সনাতন—রেগে মেগে যেরকম লাল হয়ে উঠেছ, তাতে যে কথা কইতেই ভয় হয়। ধৈর্য্য ধরে আমার গুটিকয়েক কথা শোন। তোমাদের বঙ্কিম রোহিণী চরিত্র আমদানী করে সমাজের গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছেন। তুমি এখন তাদের অধিকার, মর্য্যাদা, পতিতার মাতৃত্ব—এসব নিয়ে ধস্তাধস্তি স্নুরু করলে, আমরা যাই কোথায় বলোত? এসব ছেড়েছুড়ে—

শরৎ— না! এ আমার ব্রত, এ আমার ধর্ম্ম, এ আমার সাধনা, এ আমার নীতি। প্রয়োজন হলে এর জন্যে যে কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত। তবু আমার সত্যভ্রষ্ট হওয়া চলবেনা, এ আপনাকে আমি বলে গেলাম।

[দ্রুত প্রস্থান]

সনাতন - অ্যাঁ!—পাষণ্ড বলে কি!

[অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন]

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্রাজ্য

[বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ কলম থামাইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। পাশে সনাতন শিরোমণি দাঁড়াইয়া।]

সনাতন—সব দেখলে, শুনলেত সব ?

বঙ্কিম— হ্যাঁ, দেখেছি, শুনেছি সব।

সনাতন—এখনও দ্বিধা ?

বঙ্কিম— না, না, দ্বিধা ঠিক নয়। আমি ভাবছিলাম তুচ্ছ রোহিণী— থাকনা সৃষ্টির এক অখ্যাত কোণ জুড়ে।

সনাতন—তুচ্ছ করেত তাকে সৃষ্টি করোনি। সে যে তোমার ভ্রমরের প্রতিদন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে গো।

বঙ্কিম— সাধ্য কি যে রোহিণী ভ্রমরের স্থান অধিকার করে ?
[দাঁড়াইলেন]

সনাতন—ভাবের ঘরে আর কত চুরি করবে, বঙ্কিমচন্দ্র ? গোবিন্দলালের চোখে রোহিণী যে অপরূপ, একি তুমি দেখতে পাচ্ছনা ?

বঙ্কিম— অস্ত রবির শেষ লালিমা যত মনোহারী হোক, আকাশের গায়ে তার অস্তিত্ব কতক্ষণ, শিরোমণি মশায় !

সনাতন—দেখ বঙ্কিম ! তোমার বর্ণচোরা স্বভাব আমি টের পেয়েছি। মুখে তুমি যাই বলোনা কেন, তোমার কবি হৃদয়ের নির্ঝর থেকে নিরন্তর যে রোহিণীর জন্য করুণার ফল্গুধারা বয়ে যাচ্ছে, এ তুমি

লুকোবে কেমন করে? তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমাদের অনেক।

বঙ্কিম— অনেক?

সনাতন—হ্যাঁ, অনেক—অনেক।

বঙ্কিম— যথা?

সনাতন—প্রথমতঃ তুমি ভাষাটাকে জাহান্নামে দিয়েছ। এমন দেবভাষা যে সংস্কৃত—তার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তুমি কিনা—

বঙ্কিম অভিযোগ আপনার মেনে নিলাম। সংস্কৃতের রত্নমুকুট দূরে সরিয়ে দিয়ে বাংলা আজ নতুন পথ কেটে আত্মপ্রকাশের সাধনায় ব্যস্ত।

সনাতন- -একি সহজ অধঃপতন বলতে চাও?

বঙ্কিম— অধঃপতন কিনা বলতে পারিনে, তবে জানি এ তার যৌবনধর্ম্মী স্বভাব। পরের দেওয়া ময়ূরপুচ্ছ সে ছেড়েছে। তার আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে। কৈশোরের খেলাঘরে যৌবনের ডাক এসে পৌঁচেছে।

সনাতন—আর তুমি, নাটের গুরু সাহিত্য সম্রাট, তার ইন্ধন জোগাচ্ছ?

বঙ্কিম— এ অপবাদ আমার খানিকটা আছে বৈকি।

সনাতন—তোমাদের অনাচারে ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যের যে নাভিশ্বাস হচ্ছে।

বঙ্কিম— আত্মশক্তিতে যাদের বিশ্বাস, চিরাচরিত পথে তারা চলেনা।

সনাতন—বটে। শিল্পীর কাজ বুঝি ধর্ম্ম আর সমাজকে অনবরত আঘাত করা?

বঙ্কিম— কবির ধর্ম্ম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি যদি পদে পদে মনুসংহিতার অনুশাসনকে বড় মনে করে, তাহলে সৃষ্টি যে তার থেমে যায়। এমন যে বিশ্বস্রষ্টা, তিনিও যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কি পরাশর নন। তিনি কবি—মস্ত বড় কবি। তাইত তার সৃষ্টি

এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। আপনি কি ভাবেন, নিছক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাকে সম্বল করে মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলায় স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলন ঘটাতে পারতেন; পারতেন ভবভূতি উত্তর-রামচরিতের মত নাট্য সৃষ্টি করতে? নিছক সাংসারিক মানদণ্ডকে খাড়া রেখে, আর যাই হোক সৃষ্টি করা যায়না প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলাকে, আঁকা যায়না, প্রতাপ শৈবলিণীর প্রণয়লীলা। কবির কাছে—A thing of beauty is a joy for ever.

সনাতন—এসব ম্লেচ্ছদের কাছ থেকে ধার করা বুলি। পশ্চিমের অর্দ্ধনগ্ন মেম সাহেবদের দেখে দেখে এ দেশের দিব্যাঙ্গনাকেও আব চোখে পড়ছেনা।

বঙ্কিম— [আবৃত্তি]

"নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান্
হ্রী মূঢ়ানাং ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥"

সনাতন—[চীৎকার করিয়া] অশ্লীল! অশ্লীল!

বঙ্কিম— "যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম ভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানাম্
অঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগম-বিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুট-জল-লব—স্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥"

—এ আপনাদের দেবভাষা! তার ওপর মহাকবি কালিদাসের রচনা, কি বলেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

সনাতন—এমন বিশুদ্ধ নিষ্পাপ সংস্কৃত সাহিত্যে এ যখন চোখে পড়েছে, তখন আর তোমাদের আশা নেই। পরমহংসদেব ঠিকই বলেন,

শকুন যত উপরেই উঠুক, দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ে। তোমরাও হলে সাহিত্যে শকুন।

বঙ্কিম— কিন্তু দেখলেনত, শিরোমণি মশায়, সাহিত্য সৃষ্টির বেলা শুধু মনুর বিধান নয়, বসন্তসখা অতনু দেবতারও কিছুটা কারসাজি থাকে।

সনাতন—ভাল হবেনা, ভাল হবেনা বলছি। [রাগিয়া] এর ফল তুমি পাবে। তোমার সাধের রোহিণী তোমার আদরিণী ভ্রমরকে পথে না বসিয়েছে কি—

বঙ্কিম— [বাধা দিয়া] আর যাই বলুন, ও বলবেননা।

সনাতন—কেন বলবোনা। কর্ম্মফল তোমাকে ভুগতে হবেনা? ভ্রমর কাঁদবে। ভ্রমরের চোখের জলে আর একটি বারুণীপুকুর সৃষ্টি হবে।

বঙ্কিম— [উৎকর্ণ হইয়া] সত্যইত! কে কাঁদে?

সনাতন—তোমার ভ্রমর গো—ভ্রমর—

বঙ্কিম— কেন কাঁদে? [বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চল হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন]

সনাতন—এইত সবে সুরু। আরো কাঁদবে—ঢুকরে কাঁদবে—জগৎ শুদ্ধ ভ্রমরের কান্না উপভোগ করবে—

বঙ্কিম— সনাতন শিরোমণি!

সনাতন—কেঁদে কেঁদে বিছানা নেবে, বিছানা থেকে গঙ্গাযাত্রা। অধর্ম্মের ভোগ যাবে কোথায়? আমার কথা না শুনে রোহিণীকে নিয়ে যখন বাড়াবাড়ি করেছ, সে তোমায় জ্বালাবে—পোড়াবে—তোমার সাজানো বাগান শুকিয়ে দেবে।

বঙ্কিম— অপরাধ যদি হয়ে থাকে, সে আমার। ভ্রমর সরলা বালিকা, সংসারের কিছুই বোঝে না। তাকে অভিশাপ দেবেননা। দিতে হয় আমাকে দিন।

সনাতন—আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, জেনো বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা,

মিথ্যা আমার জপতপ গায়ত্রী সব।

বঙ্কিম— শিরোমণি মশায়!

সনাতন— এখনো অনেক বাকি, বঙ্কিমচন্দ্র, অনেক বাকি। এইত মাত্র কলির সন্ধ্যা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! [প্রস্থান]

বঙ্কিম— সনাতন শিরোমণি মানুষ নয়। পাষাণ দিয়ে তৈরি তার হৃদয়। মানুষের জীবনে মনুর বিধানই যদি সব, তাহলে বিধাতা কেন হৃদয় বলে একটা পদার্থ দিয়েছেন, আর কবিই বা কেন লেখেন?

"মরম না জানে, ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা—
কাজ নাই সখি তাদের কথায
বাহিরে রহুন তারা।"

সত্য কোথায়? ধর্ম্মের পথে, না মর্ম্মের পথে?

[প্রকাশকের প্রবেশ]

প্রকাশক—চমৎকার—অতি চমৎকার, স্যার। মানে আপনার লেখা। চমৎকার লিখেছেন, স্যার, আজকাল এই চায়। নারীর মর্য্যাদা, বিধবার প্রেম,—

বঙ্কিম— আ—প—নি—

প্রকাশক—আমাকে চিনতে পারলেন না স্যার? আমি একজন পুস্তক বিক্রেতা, প্রকাশক।

বঙ্কিম— কি চাই?

প্রকাশক—এরি মধ্যে ভুলে গেলেন, স্যার। আপনার নতুন বইখানা আমাদেরই যে প্রকাশ করবার কথা ছিল।

বঙ্কিম— সে আর হয়না।

প্রকাশক—কেন হয়না স্যার। আমরাই যে আপনার কাছে প্রথম

approach করেছি। আমাদের হতাশ করবেন না, স্যার।

বঙ্কিম— আমি নিজেই হতাশ হয়েছি।

প্রকাশক—কেন, স্যার! এর বেশী কেউ কি offer দিয়েছে?

বঙ্কিম— না।

প্রকাশক—তবেই বুঝুন, স্যার। আমাদের মিছিমিছি বিমুখ করবেন না।

বঙ্কিম— "কৃষ্ণকান্তের উইলের" নবরূপই আমি ভাবছি।

প্রকাশক—ও করবেন না, স্যার। নারীত্বের দাবী, বিধবার প্রেম লিখুন—লিখুন—খুব লিখুন। বাজারে roaring sale গ্যারাণ্টি দিতে পারি।

বঙ্কিম— যে লেখা দেশ, জাতি আর ধর্ম্মের কোন উপকারে আসবে না, আজ থেকে সে লেখা আমার কলম দিয়ে বেরুবেনা।

প্রকাশক—দেখুন, রসো বৈ সঃ—সাহিত্য হলো যাকে বলে ইয়ে—মানে রসসৃষ্টি—

বঙ্কিম— সে কথা কি আপনার কাছ থেকে শিখতে হবে?

প্রকাশক—না, না, আমি তা বলছিনে, আপনি হলেন সাহিত্য সম্রাট। আপনাকে শেখাবার ধৃষ্টতা কি আমার আছে?

বঙ্কিম— সে ধৃষ্টতা মাঝে মাঝে আপনাদের হয়।

প্রকাশক—বাজারের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে—

বঙ্কিম— বাজারের চাহিদা মেটাতে যারা লেখে, তাদের মুদীর দোকান করা উচিত।

প্রকাশক—এ আপনার রাগের কথা। আমি বরং আর একদিন আসবো। আজ আপনার মন ভালো নেই।

বঙ্কিম— যে দিনই আসুন, নতুন পরিণতির জন্য তৈরী হয়ে আসবেন।

প্রকাশক—এমন রসমধুর উপন্যাসটির অন্য পরিণতি ভাবাই যায় না।

বঙ্কিম— আমার কল্পনার এত বড় সৌধ যেখানে ধসে যেতে বসেছে,

সেখানে এই তুচ্ছ উপন্যাস—

প্রকাশক—বুঝ্‌তে পারছি, আপনি কোথাও গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু যাই বলুন, স্যার, উপন্যাস আর হিতসাধনী সভার কাজত এক নয়। আজকাল পাঠকেরা চায়—

বঙ্কিম— পাঠকেরা কি চায় জানিনে, তবে এইটুকু বলতে পারি, "কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যা মাত্র। এ কথা বিস্মৃত হয়ে কেবল মাত্র গল্পের অনুরোধে যিনি উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হন, তিনি এ সকল পাঠ না করলেই বাধিত হই।"

প্রকাশক—দেখুন, যুগের হাওয়া উল্টে গেছে। নতুন লেখকেরা লিখতে সুরু করেছে। তাদের উপন্যাসের বিষয় বস্তু—ঐত স্যার, না শুনেই নাসিকা কুঞ্চিত করছেন, আর পড়লে—

বঙ্কিম— বলেছিত, "The greatest good for the greatest number" আমার আদর্শ। যে লেখা প্রচুরতম লোকের প্রভুততম সুখের কারণ হবে না, তা অন্ততঃ আমি লিখতে পারবো না।

প্রকাশক—তাই বলে—

বঙ্কিম— আমাকে আর বিরক্ত করবেন না। আমি মনেপ্রাণে অসুস্থ।

[ভিতরের দিকে প্রস্থান]

প্রকাশক—[ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বঙ্কিমের গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল]

বুঝেছি। ব'য়ের ব্যবসার গণেশ উল্টাতে হবে। শেষকালে এমন হবে জানলে কে এমন অপকর্ম্মটি করতো।

[প্রস্থান]

[উত্তেজিত গোবিন্দলালের প্রবেশ]

গোবিন্দ—এমন কি করেছি যে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে মানুষের সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে জীবন যাপন করতে হবে? স্ত্রী বিশ্বাস করে না,

বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের মুখে একটা কৌতুহলী জিজ্ঞাসা—বিশ্রী সন্দেহ। কি আমার এমন অপরাধ?

[আলুথালু বেশে ভ্রমরের প্রবেশ]

ভ্রমর— ওগো, শোন—

গোবিন্দ—[ফিরিয়া দেখিল]

ভ্রমর— ঘাট হয়েছে। ক্ষমা কর। না বুঝে কটু কথা বলেছি।

গোবিন্দ—আমি অনেক ভেবে দেখলাম, ভ্রমর! এখানে থাকা আমার পোষাবে না।

ভ্রমর— ও কথা বলোনা।

গোবিন্দ—তোমার অন্নদাস হয়ে থাকার চেয়ে আমার মরণই ভালো।

ভ্রমর— আমি যে তোমার দাসানুদাসী।

গোবিন্দ—দাসানুদাসী পরের কথায় বিশ্বাস করে স্বামীকে অপমান করেনা।

ভ্রমর— বলেছি ত, সে আমার অপরাধ। তার জন্য পায়ে ধরে মার্জ্জনা চেয়েছি।

গোবিন্দ—দিন দিন এখন তোমার অপরাধের মাত্রা বাড়তেই থাকবে। তুমি এখন বিষয় সম্পত্তির মালিক।

ভ্রমর— জেঠামশায় জোর করে আমাকে দিয়ে গেছেন, আমি ত চাই নি।

গোবিন্দ—আমাকে অযোগ্য মনে করেই তোমার হাতে তিনি দিয়ে গেছেন।

ভ্রমর— তুমি আমার স্বামী—আমার দেবতা—আমার ধর্ম্ম সব। তোমার যোগ্যতা বিচারের ভার আমার নয়। বাবাকে দিয়ে সবই আমি তোমার নামে লিখিয়ে দিয়েছি।

গোবিন্দ—তুমি দিলেও আমি নেবো কেন?

ভ্রমর— দেখ, সংসারে কিছুই আমি জানিনে, আমাকে দুঃখ দিও না। আমি তোমার আশ্রিতা—প্রতিপালিতা। তুমি ছাড়া আমার আপন বলতে আর কেউ নেই। শাশুড়ী কাশী চলে গেছেন,

তুমিও যদি আমার দিক থেকে এমন করে মুখ ফেরাও, আমি কার দিকে চেয়ে বাঁচবো? তোমার পায়ে পড়ি— [পা ধরিল]

গোবিন্দ—পা ছাড়।

ভ্রমর— আমাকে ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো।

গোবিন্দ—বলছি, পা ছাড়।

ভ্রমর— না, ছাড়বো না।

গোবিন্দ—কি বিপদ!

ভ্রমর— বল, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না?

গোবিন্দ—সে আশ্বাস তোমাকে আমি দিতে পারিনে। পা ছাড়।

[গোবিন্দলাল জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইল। ভ্রমর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

ভ্রমর— উঃ, মাগো!

[মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। প্রস্থানোদ্যত গোবিন্দলাল ভ্রমরের আর্ত্তনাদে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভ্রমর ধূলিশয্যা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে উঠিল। এইবার ভ্রমরের চোখে আর জল নেই।]

হ্যাঁ, যেতে ইচ্ছা হয় যাও, আর এসোনা। "বিনা অপরাধে আমায় ত্যাগ করতে চাও, কর কিন্তু মনে রেখো, উপরে দেবতা আছেন, মনে রেখো একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদতে হবে, মনে রেখো একদিন তুমি খুঁজবে এ পৃথিবীতে আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ কোথায়? দেবতা সাক্ষী। আমি যদি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হবে। আমি সে আশায় প্রাণ রাখবো। এখন যাও, বলতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসবে না,

কিন্তু আমি বলছি, আবার আসবে, আবার ভ্রমর বলে ডাকবে, আমার জন্য কাঁদবে—"

গোবিন্দ—সে তখন দেখা যাবে'খন। এখন আসি। আজ থেকে আমার জীবনে ভ্রমরপর্ব্বের শেষ, রোহিণীপর্ব্বের সুরু। গুণের পূজাত যথেষ্ট হলো, এবার রূপের পূজারী আমি।

ভ্রমর— আবার বলছি, আমার জন্য কাঁদতে হবে। "যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জেনো, দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা—ভ্রমর অসতী। তুমি যাও, আমার দুঃখ নেই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।"

[গোবিন্দলাল তখন চলিয়া গিয়াছে। ভ্রমর কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরেই সর্ব্বদেহে যেন কান্নার জোয়ার আসিল। বঙ্কিম ও সনাতনের প্রবেশ।]

স্রষ্টা! তুমি বলে দাও, কোন্ পাপে আমার উপর এত বড় দণ্ড? কেন, কেন তুমি আমার কপাল এমন করে ভেঙ্গে দিলে? কেন, কেন তুমি আমায় রিক্ত—সর্ব্বহারা করে দিলে? তুমি বলে দাও, এ দুঃখ জানাবো আমি কোন পাষাণ দেবতার কাছে? কবি! আমার ভালবাসায় এত উত্তাপ নেই যে তাকে ধরে রাখি। তুমি তাঁকে ফিরিয়ে আনো, ফিরিয়ে আনো।

[বঙ্কিমচন্দ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

সনাতন—কাঁদো, কাঁদো, অভাগিনি! চোখের জলে তুমি তোমার স্রষ্টার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর।

ভ্রমর— [দৌড়িয়া সনাতনের কাছে গেল] না, না, আমি কাঁদিনি।

সনাতন—বঙ্কিম! চেয়ে দেখ, তোমার কীর্ত্তি! তোমার—শুধু তোমারই খেয়ালে সরলা বালিকার আজ কী দুর্দ্দশা!

ভ্রমর— আমি কাঁদিনি—কাঁদবো না। কবিকে গালাগাল দেবেন না। ওঁর কোন দোষ নেই।

[শেষের দিকে গলা কাঁপিয়া উঠিল। কান্না লুকাইবার চেষ্টাও যখন সফল হইল না, তখন ভ্রমর দ্রুত প্রস্থান করিল। বঙ্কিমচন্দ্র মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছেন]

সনাতন—মুখ নীচু করে রইলে যে। জবাব দাও।

বঙ্কিম— আপনি আমায় তিরস্কার করুন, শিরোমণি মশায়।

সনাতন— শুধু তিরস্কারেত অন্যায়ের প্রতিকার হবেনা।

বঙ্কিম— [উঠিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে করিতে] আজ আমার মাইকেলের সেই কয়টি ছত্রই বারেবারে মনে পড়ছে।

"কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম যে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী। কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিভিছে দেউটি
নীরব রবাব বীণা, মুরজ মুরলী—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ গল্পের মোড় এবার ফিরাতে হবে।

[পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটা পাতা ছিড়িয়া ফেলিলেন]

নতুন করে ভাবতে হবে, লিখতে হবে আমার ভ্রমর রোহিণীর পরিণতি। হয়ত আপনার কথাই সত্য—আমার সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল। শূন্যে মিলিয়ে গেল আমার কল্পলোকের নব মেঘদূত। [বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল। দ্রুত পাণ্ডুলিপি লইয়া প্রস্থান]

সনাতন—তবু ভাল, এতদিনে যদি সুমতি হয়। দেখা যাক্।

[প্রস্থান। দ্রুত রোহিণীর প্রবেশ এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া গোবিন্দলাল।]

গোবিন্দ—তুমি আমার কাছ থেকে এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?

রোহিণী—নিজের লজ্জা গোপন রাখবার জন্য। তোমার স্ত্রী আছেন।

গোবিন্দ—স্ত্রীর কাছে আমি অবিশ্বাসী।

রোহিণী—তোমার সংসার আছে।

গোবিন্দ—সংসারের আমি আর কেউ নই।

রোহিণী—এখনো সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে।

গোবিন্দ—নেই, কিছু নেই আমার। যে কলঙ্কের কালি আমার গায়ে লেগেছে—

রোহিণী—এ কলঙ্ক একদিন ধুয়ে মুছে যাবে।

গোবিন্দ—বারবার তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চাইছো কেন?

রোহিণী—নিজেকে বাঁচাবার জন্য।

গোবিন্দ—একে তুমি বাঁচা বল! এই যদি তোমার মনোভাব, তোমার অপরূপ রূপরাশি নিয়ে কেন তুমি আমার সামনে উদয় হলে? কেন ছলে বলে আমার হৃদয় নিলে কেড়ে, ভ্রমরের আকর্ষণের কেন্দ্র থেকে আমাকে আনলে ছিনিয়ে? তাহলে সত্য বলছি, শোন রোহিণি! তোমাকে আমি ভালবাসি। এই ভালবাসার আগুনে আমার সমাজ—সংসার—ধর্ম্ম সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রোহিণী—না, না, মুখ দিয়ে ও কথা উচ্চারণ করোনা। আমার সব কেড়ে নিয়ে এমন করে রিক্ততার চিরবস্ত্র পরিয়ে দিয়ো না।

গোবিন্দ—আত্মগোপন করবার যত চেষ্টাই করনা কেন, তোমার কথায়, কাজে, চলনে, বলনে প্রেমের যে সৌরভ বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে তুমি ঢাকবে কি করে?

রোহিণী—না তোমাকে আমি ভালবাসিনি। কখনো বাসতে পারবো না।

গোবিন্দ—তবে কার জন্য তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের মত বাঘের ঘরে ঢুকে উইল ফেরৎ দিতে গিয়েছিলে? কাকে দেখবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রোজ রোজ তুমি বাগানে বেড়াতে যেতে, কাকে—

রোহিণী—তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে গিয়েছিলাম বারুনীপুকুরে ডুবে।

গোবিন্দ—চেষ্টা তোমার বিফল হয়েছে।

রোহিণী—দেখ, আমার বুড়ো কাকা আছেন। আমাকে ছাড়া তার দিন চলে না।

গোবিন্দ—তিনি যাতে আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। চল, চল, রোহিণি আমরা চলে যাই এমন এক জায়গায়—

রোহিণী—না, সে হয় না।

গোবিন্দ—কেন, হয় না। প্রসাদপুরের সব ব্যবস্থা আমি করেছি।

রোহিণী—প্রসাদপুর।

গোবিন্দ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রসাদপুর। সেখানে থাকবো আমরা—তুমি আর আমি। আশেপাশে থাকবেনা কোন সমাজ মুহুর্মুহুঃ বিধান দিতে, থাকবেনা ধর্ম্ম হিতকথা শুনাতে, থাকবেনা ভ্রমর মিথ্যা সন্দেহ আর কথায় জর্জ্জরিত করে তুলতে। বল, যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

রোহিণী—না।

গোবিন্দ—না?

রোহিণী—না, না। এমন করে নিজের বলতে যা কিছু সব জলাঞ্জলি দিতে পারবো না।

গোবিন্দ—বটে! আমাকে ঘরছাড়া দেউলে করে এত সহজে আজ নিষ্কৃতি পাবে? ওসব হিতোপদেশ কচি খোকাদের শুনিয়ো, কাজে লাগবে, আমাকে নয়। [রোহিণী প্রস্থানোদ্যতা; গোবিন্দলাল চট্ করিয়া তাহার হাত ধরিল]

তোমাকে যেতে হবে, রোহিণি! আমার এ বজ্র মুষ্টি থেকে রেহাই তুমি পাবেনা।

রোহিণী— করছ কি? হাত ছাড়।

গোবিন্দ—না।

রোহিণী— আঃ! ছাড় হাত। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে।

গোবিন্দ—না, ছাড়বোনা। আজ আমি পাগলই হয়েছি। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই, তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। আমাদের দু'জনের অদৃষ্ট আজ এক সূত্রে গাঁথা।

[ঠিক সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশ। হাতে পাণ্ডুলিপি]

বঙ্কিম— ব্যস্, ব্যস্, গোবিন্দলাল! বহুখেলা খেলেছ, আর কেন, এবার থামো। [এতক্ষণে গোবিন্দলালের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। রোহিণীর হাত ছাড়িয়া এককোণে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল।] আর রোহিণি!

রোহিণী—বল পাপিষ্ঠা।

বঙ্কিম— অতি তুচ্ছ সম্বোধন। কি বলে যে তোমায় ডাকবো, খুঁজে পাচ্ছিনে। [গোবিন্দলালকে] গোবিন্দলাল! তুমি পথ হারিয়েছ। একদিন তুমিই বলেছিলে, রোহিণীর প্রতি করুণা আর পাপের প্রশ্রয় এক, আর আজ? কোথায় চলেছ, একবার চোখ খুলে দেখ। কত অসতর্ক মুহূর্ত্তে তুমিই আমায় সতর্ক করে দিয়েছ, আর আজ,—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, হরলাল পর্য্যন্ত যাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে গেল, তুমি তাকে সাদরে বরণ করে নিতে ছুটে চলেছ, তুমি না ভ্রমরের স্বামী, রায় বংশের কুলপ্রদীপ, তুমি না—

রোহিণী—যত দমই দাও, বিশেষ সুবিধে হবেনা। যন্ত্র বিকল হয়েছে।

বঙ্কিম— প্রগলভতা রাখ, রোহিণি। [গোবিন্দলাল নীরবে প্রস্থানোদ্যত]

রোহিণী—শোন, গোবিন্দলাল! তুমি প্রসাদপুরে নিয়ে যাবার জন্য এতক্ষণ সাধাসাধি করছিলে, তখন আমি রাজী হইনি। এখন আমি প্রস্তুত। চল, দু'জনেই বঙ্কিমের সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাই—

[গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতেছে]

বঙ্কিম— তা যেতে পার ; কিন্তু যে পরিণতির দিকে অদৃষ্ট তোমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে এড়াবে কি করে ?

রোহিণী—যাও, গোবিন্দলাল ! আর দাঁড়িয়ে থেকোনা। প্রসাদপুরে যাবার ব্যবস্থা কর।

বঙ্কিম— রোহিণি ! তুমি না বিধবা ?

রোহিণী—লোকে তাই বলে। [গোবিন্দলাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রস্থান করিল]

বঙ্কিম— তুমি কি বল ?

রোহিণী—আমিও তা অস্বীকার করিনে।

বঙ্কিম— তবে গোবিন্দলালের সঙ্গে প্রসাদপুরে যাবার এই দুঃসাহস ?

রোহিণী—তুমিই যে ধীরে ধীরে আমাকে এ পথে ঠেলে দিলে।

বঙ্কিম— আমি !

রোহিণী—হ্যাঁ ! তুমি, সাহিত্য সম্রাট। শুনে অবাক হলে ?

বঙ্কিম— [হাতের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া] আজ আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দুঃস্বপ্ন দেখতে হচ্ছে !

রোহিণী—অন্য দশজন বিধবার মত আমারও শান্ত নিরুপদ্রব জীবন কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ আচমকা এক বসন্ত প্রভাতে আমার কুঠির দুয়ারে পাঠালে তুমি নতুন উৎপাত—বসন্তের কোকিল। তার অবিশ্রান্ত "কুহু কুহু" ডাক জাগালে সুপ্ত রোহিণীকে। পঙ্গপালের মত অজস্র প্রশ্নের সারি এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে—অনন্ত জিজ্ঞাসার দংশন করলে তাকে ক্ষতবিক্ষত। কে যেন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলে উঠলো—রোহিণি ! তুই হারিয়েছিস, রত্নই হারিয়েছিস।

বঙ্কিম— সেই মামুলী কথা—

রোহিণী—আমার জিজ্ঞাসা সৃষ্টির মতই পুরোনো। তবু স্রষ্টা আমার

নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখলেনা। দেখলেনা, কেন এই প্রশ্ন, কেন এই আবেদন? হ্যাঁ, বলছিলাম, একদিন কুম্ভকর্ণের মত বিরাট ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠলুম। নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে উঠলুম। তুমিও দিলে বারুণীপুকুরের শীতল জলে ডুবে মরবার বিধান।

বঙ্কিম— বারুণীপুকুরে ডুবে তোমাকে আত্মহত্যাই করতে হতো, যদি না—

রোহিণী—যদিনা?

বঙ্কিম— যদিনা আমি পাঠাতুম গোবিন্দলালকে তোমার ত্রাণকর্ত্তা করে। পাপ থেকে তোমাকে বাঁচালুম—বলো সে আমার অপরাধ?

রোহিণী—অপরাধ কিনা বলতে পারিনে, সেদিন যদি গোবিন্দলালকে না পাঠাতে, আপন হৃদয়ালোকে তাকে জানবার এমন মাহেন্দ্রক্ষণও আসতোনা, আর—

বঙ্কিম— আর, বলে যাও থামলে কেন? ঝুলিতে যে কয়টি বাণ আছে, একে একে নিক্ষেপ কর, পাপীয়সী! কৃষ্ণকান্ত রায়ের ঘরে ঢুকে উইল ফিরিয়ে দেয়া, বারুণীপুকুরে ডোবার ইতিহাস দেখে তোমার ওপর আমার একটা শ্রদ্ধা এসেছিল—আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তোমার ভেতরকার কল্যাণময়ী মমতাময়ীই শেষ রক্ষা করবে, কিন্তু একি অঘটন! তুমি যে আমার এতখানি আশাভঙ্গের কারণ হবে, তা' স্বপ্নেরও অগোচর।

রোহিণী—কবি! তোমার অমর লেখনী মুখে মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা নিরাশা, মানবমনের তুচ্ছতম অনুভূতি পর্য্যন্ত রূপ পায়। শুধু রোহিণীর বেলা কেন তুমি এত কৃপণ—এত অনুদার—এত সহানুভূতিহীন?

বঙ্কিম— এত বড় অপবাদ আমাকে যা কেউ কোন কালে দেয়নি—

রোহিণী—আজ রোহিণীই তা দিল, না? তুমি সব ভাবতে পার, ভাবতে

পারনা উতলা বসন্ত বাতাসে রোহিণী-গোবিন্দলালের মাঝখানের সূক্ষ্ম পর্দ্দার ব্যবধান উড়ে যেতে পারে, এমনি অন্ধ তুমি !

বঙ্কিম— রোহিণি ! তুমি মরতে চেয়েছিলে ?

রোহিণী—চেয়েছিলাম।

বঙ্কিম— মরবে ?

রোহিণী—না।

বঙ্কিম— কিন্তু তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা আজ আমি সই করে দিচ্ছি।

[দৌড়িয়া টেবিলের দিকে গেলেন]

রোহিণী—কবি !

বঙ্কিম— তোমার কোন যুক্তি—কোন ছলনা আর আমাকে ভুলাতে পারবেনা। আমি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

[আবার লিখিবার উদ্যোগ করিলেন]

রোহিণী—কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই।

বঙ্কিম— আজ আমি এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যেখান থেকে এক নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে দ্রুত আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার আর কালহরণের অবকাশ নেই।

রোহিণী—কবি ! তোমার মানসলোকের অমৃত রসায়নে তিল তিল করেই আমার প্রথম সৃষ্টি। তারপর একদিন কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাইরের আলো বাতাসের স্পর্শ পেলাম। এইখানে অবাধ স্বাধীনতা আমার। কিন্তু তুমি চাও ধর্ম্ম ও সমাজের নাগপাশে আমাকে বেঁধে রাখতে, চাও সমস্ত অধিকার হরণ করতে।

[কাঁদিয়া উঠিল]

বঙ্কিম— রোহিণি !

রোহিণী— না, না তোমার সমাজ ধর্ম্মের সনাতন বিধানের সঙ্গে পা ফেলে আমি আর চলতে পারিনে। মুক্তি দাও, বিধাতা, আমাকে

মুক্তি দাও। এখনো আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ।

বঙ্কিম— রোহিণি!

রোহিণী— আমাকে বাঁচতে দাও —ভালবাসতে দাও। আমি আর পারিনে, বিধাতা, পারিনে—

[রোহিণীর দ্রুত প্রস্থান। তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া, ফিরিয়া দেখিলেন নিশাকর]

বঙ্কিম — পারলুমনা, নিশাকর, পারলুমনা ভ্রমরকে বাঁচাতে। আমার দুঃখিনী ভ্রমরকে, চির-দুঃখিনী করে রোহিণী-গোবিন্দলাল প্রসাদ পুরে চলে গেল।

[হতাশায় বসিলেন। দূরে গরুর গাড়ীর শব্দ]

নিশাকর—গোবিন্দলালকে ফিরিয়ে আনতে চান ?

বঙ্কিম— চাই, কিন্তু পারি কৈ ? সে যে এখন আয়ত্তের বাইরে।

নিশাকর—সে আর এমন বেশী কথা কি ? হুজুরের হুকুম হলে একা নিশাকরই তা পারবে।

বঙ্কিম— [আশ্বাস পাইয়া দৌড়িয়া নিশাকরের কাছে গেলেন] পারবে, নিশাকর, পারবে তাকে ফিরিয়ে আনতে ?

নিশাকর—খুব পারবো। বলেছিত, শুধু হুজুরের হুকুমের পরোয়ানা। বলেনত, এখুনি যাচ্ছি—

বঙ্কিম— কিন্তু, দাঁড়াও! আমাকে একটু ভাবতে দাও। আর একবার মিলিয়ে দেখতে দাও ভ্রমর-রোহিণী-গোবিন্দলালের অদৃষ্টলিপি!

নিশাকর—এখনো ভাবনা, এখনো চিন্তা! আচ্ছা, ভাব, কবি, খুব ভাব। তবে মনে রেখো, স্রষ্টা বঙ্কিম, তুমি ভগবানও নও, নিয়তিও নও। তোমার সৃষ্টির ব্যতিক্রম ঘটাতে কলমের একটি খোঁচাই যথেষ্ট। রোহিণীত রোহিণী, এমন কত হাজার রোহিণী এক নিমেষে উড়ে যেতে পারে।

বঙ্কিম— কিন্তু আমার সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য— সুষমা ?

নিশাকর—এক লহমায় দুই নৌকোয় পা দিলে বিপদ বাড়ে বই কমেনা, স্রষ্টা ! একদিকে সনাতন, অপর দিকে তোমার সাহিত্যের সুষমা —ভাব, ভাব, এখনো ভাব কোন নৌকো করে শেষ পর্য্যন্ত পাড়ি জমাবে ? সাহিত্য না সমাজ ? [নিশাকরের প্রস্থান]

বঙ্কিম— অন্তর্য্যামী দেবতা ! তুমি শুধু বলে দাও, কবির কাছে কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ? তার হৃদয়ে যে ফুল ফোটে, সে কি কল্পলোকের অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে, না তা দিয়ে সমাজ-দুর্ব্বাসাকে তৃপ্ত করবে ? বলে দাও, কোন পথ সে বেছে নেবে ? কোন মন্দিরে নিয়ে যাবে তার পূজার অঞ্জলি ?

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দ্বন্দ্ব

[প্রসাদপুরের বাগান বাড়ী। পাশেই চিত্রা নদী। নদীর তীরে বকুল গাছের তলায় ছায়ামূর্ত্তির মত একটা লোক পায়চারি করিতেছে এবং মাঝে মাঝে দোতলার জানালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। সে নিশাকর। জানালার পাশে দাঁড়াইয়া এক নারী। গাহিতেছে আর মধ্যে মধ্যে পুরুষটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।]

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥"

নিশাকর—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, ধিক আমাকে! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশের জন্য কত রকম চক্রান্তই না করছি! এত রাত্রে তাকে চিত্রার ঘাটে ডেকে আনবার ব্যবস্থা করেছি। গোবিন্দলালের মনে যাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, চাকরের মারফৎ তার কানে তুলবার ব্যবস্থা করেছি। কি নৃশংশ আমি!

"কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥"

[গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোহিণী একতলার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।]

রোহিণী—মন্দ কি! এই আয়ত লোচন মৃগ যদি প্রসাদপুরের কাননে এসেই পড়েছে, তাকে শরবিদ্ধ না করে ছেড়ে দিই কেন? সুন্দর সুপুরুষ, পটলচেরা নয়ন তার। জয় করেওত আনন্দ। কিন্তু এত রাত্রে তার সঙ্গে বকুল গাছের তলায় গিয়ে দেখা করবো, গোবিন্দলাল যদি টের পায়? পেলোইবা। আমিত আর বিশ্বাসহন্ত্রী হতে যাচ্ছিনে। দেশের লোকের কাছে কাকার খবর জানব, দেশের খবর জানব—

[এদিকওদিক চাহিয়া চিত্রার দিকে অগ্রসর হইল]

নিশাকর—কিন্তু আমার কি অপরাধ? দুষ্টের দমন, ভ্রমরের জন্য গোবিন্দলালকে ফিরিয়ে আনা আমার কর্ত্তব্য। বন্ধুর কাছে বন্ধুকন্যার জীবন রক্ষার জন্য আমি দায়বদ্ধ।

[রোহিণী লোকটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

এই যে, রোহিণি! তা' তোমার এত রাত হলো? আমি ভাবছিলাম,—তুমি বুঝি আর আসবেনা।

রোহিণী—একটু না দেখে শুনেত আসতে পারিনে। আবার কোথা,

থেকে কে দেখতে পাবে।

নিশাকর—গোবিন্দলাল টের পায়নি ত?

রোহিণী—টের পাবার মত মানসিক অবস্থা তার নয়। একলা ঘরে বসে ভ্রমরের জন্য চোখের জল ফেলছে।

নিশাকর—আহাহা! বেচারা!

রোহিণী—আচ্ছা, লোকে যে বলে, মানুষের চোখে চোখে যে কথা হয়—

নিশাকর—সে তার প্রাণের কথা। [এদিক ওদিক্ চাহিতে লাগিল]

রোহিণী—বিশ্বাস হয় না।

নিশাকর—কেন?

রোহিণী—জীবন যাকে দিয়েছে ফাঁকি, সুখ যার কাছ থেকে অহরহঃ পালিয়েই বেড়াচ্ছে—তার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

নিশাকর—কি বলছ তুমি?

রোহিণী—অতি ছোটকালে বিধবা হয়েছি। সেই থেকে কাকার আশ্রয়ে মানুষ। সংসারের দশকাজ—রান্নাবান্না করে, জল এনে, বাঁটনা বেটে, কাকার সেবা যত্ন করে, তাঁর আদর মমতা পেয়ে দিন আমার বেশ কেটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে নানান প্রলোভনও এসেছে মূর্ত্তি ধরে। জয় করেছি তা অনায়াসে। হঠাৎ সেই শান্ত, নিরুপদ্রব জীবনের মধ্যে হলো গোবিন্দলালের আবির্ভাব। আমার সংসার গেল, সমাজ গেল, কাকার নিরাপদ যে আশ্রয়, তাও গেল—

নিশাকর—কাকার চেয়েও বড়ো আশ্রয় তোমার মিলেছে। প্রসাদপুরে এসে তোমরা দু'জনে সুখের নীড় রচনা করেছ।

রোহিণী—লোকে তাই জানে বটে, কিন্তু এর চেয়ে বড়ো ভুল আর কিছুই নেই। গোবিন্দলাল বাইরে ভ্রমরকে ছেড়েছে, কিন্তু অন্তর হয়েছে ভ্রমরময়।

নিশাকর—গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে তোমার যেন নালিশের সুর শুনছি ?

রোহিণী—মোটেই না। গোবিন্দলাল আমার জন্য যা করেছে, খুব কম মানুষই নারীর জন্য তা করতে পারে। বিরাট জমিদারী, প্রাণ-প্রিয়তমা পত্নী ভ্রমর, জীবনের সুখ, সম্ভোগ, সব—সবি ছেড়েছে আমার দিকে চেয়ে। তবু—

নিশাকর—তবু ?

রোহিণী—আমার দুর্ভাগ্য। গোবিন্দলাল শান্তি পায় নি। রূপের নেশা তার কেটেছে। মোহ এসেছে ফিকে হয়ে। বিরাট ক্লান্তির ভার সে আর বইতে পারছেনা।

নিশাকর—গোবিন্দলাল অনুতপ্ত ?

রোহিণী—সে চায় মুক্তি—চায় পরিত্রাণ।

নিশাকর—তার মানে গোবিন্দলাল আর তোমাকে তেমন ভালবাসে না। রাত শেষে বাসি ফুলের মত ফেলে দিয়েছে—না, না, এ তার অন্যায়—মহাঅন্যায়—

রোহিণী—ন্যায় অন্যায়ের বিচার আপাততঃ থাক। এখন তোমার কথা বলো, শুনি। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ, খুব কষ্ট হয়নিত ?

নিশাকর—তোমার জন্য কষ্টকে আমার কষ্ট মনে হয়নি। বারবার শুধু ভয় হচ্ছিল, তুমি বুঝি আমায় ভুলে গেলে—

রোহিণী—ভুলতেই যদি পারতাম, আমার এ দশা হবে কেন ? একজনকে ভুলতে না পেরে আমি প্রসাদপুরে, আর তোমাকে ভুলতে না পেরে আজ আমি এইখানে, কিন্তু—

[পিছন হইতে গোবিন্দলাল আসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। নিশাকরের এই ফাঁকে পলায়ন।]

কে, কে, তুমি ?

গোবিন্দ—তোমার যম।

রোহিণী—ছাড়, ছাড়। আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি। শুধু কাকার খবরের জন্যই—

গোবিন্দ—কাকার খবর! হ্যাঁ, কাকার খবরইত! এই নিশীথ রাত, চিত্রার তীর, বকুলগাছের তলা, অপরিচিত পুরুষের সাহচর্য্য—কাকার খবর জানবার উপযুক্ত পরিবেশই বটে!

রোহিণী—বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।

গোবিন্দ—দেখতুম, তবে ওর কপাল ভাল পালিয়ে বেঁচেছে।

রোহিণী—অ্যাঁ! বাবুটিও পালিয়েছে!

গোবিন্দ—[গলা ছাড়িয়া দিয়া] রোহিণি! শেষকালে তুমি—তুমিও বিশ্বাসহন্ত্রী! "রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করেছি। জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাকে পরিত্যাগ করলাম," আর তুমি কিনা—শোন, তোমার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা আছে। [গোবিন্দলাল আগে চলিল। রোহিণীর তাহাকে অনুসরণ। ঘরে আসিয়া গোবিন্দলাল দরজা বন্ধ করিল]

রোহিণি! একবার তুমি মরতে গিয়েছিলে, সেদিন মৃত্যুর চক্রান্ত আমি ব্যর্থ করেছিলাম। আজ মরতে সাহস হয়?

রোহিণী—না! মরবোনা, মরতে পারবো না। চরণে না রাখ, বিদায় দাও—

গোবিন্দ—তাই দেবো। [গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীকে লক্ষ্য করিল]

রোহিণী—"মেরোনা! মেরোনা! আমার নবীন বয়স, নতুন সুখ, আমি আর তোমায় দেখা দেবনা, তোমার পথে আসবোনা। এখনই যাচ্ছি। আমায় মেরোনা।" [রোহিণী প্রস্থানোদ্যতা। গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করিল।]

রোহিণী—মাগো ! [আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। দরজায় ঘনঘন করাঘাত। "দরজা খোল," "দরজা খোল" চীৎকার। গাবিন্দলাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, অবশেষে দরজা ভাঙ্গিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন, তিনি শরৎচন্দ্র।]

শরৎ— একি ! বঙ্কিমের মানস পুত্র তুমি ! তোমার এই জঘন্য কীর্ত্তি !

গোবিন্দ—সংসার প্রাঙ্গন থেকে বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলে দিলাম।

শরৎ— সে ভার বুঝি বিধাতা তোমাকেই দিয়েছেন ?

গোবিন্দ—সে কথা তাঁকেই জিজ্ঞেস করবেন। [পিস্তল ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।]

রোহিণী—উঃ !

শরৎ— রোহিণি! শেষকালে তোমার কপালে এই ছিল !

রোহিণী—আঃ ! মাগো ! [মৃত্যু]

শরৎ— একি ! সব স্তব্ধ হয়ে গেল ! সব ফুরিয়ে গেল !
[কাছে বসিয়া শরৎচন্দ্র রোহিণীকে ঝাঁকুনি দিতে লাগিল]
রোহিণি ! রোহিণি ! কথা কও, রোহিণি, কথা কও, কথা কও !
[ধীরে ধীরে উঠিলেন] না, কথা সে আর কইবেনা। তার সব কথা শেষ হয়ে গেছে। [শরৎচন্দ্রের চোখ জলে ভরা।]
[ষ্টেজ ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া গেল। আধো আলো—আধো অন্ধকারে পায়চারি করিতে করিতে শরৎচন্দ্রের মনে একটি প্রশ্ন বারে বারে জাগিতেছে]
এমনি, এমনি করেই হলো রোহিণীর জীবননাট্যের অবসান ? এমনি করে ? এই তার পরিণতি, এই তার অনিবার্য্য বিধিলিপি ?

বঙ্কিম— হ্যাঁ, এই। [আলো ফুটিল। দেখা গেল সাহিত্য সম্রাট উন্নত মহিমায় দণ্ডায়মান।]

শরৎ— সাহিত্য সম্রাট! আপনার রহস্যময় বিচার বুঝতে সত্যই আমি অক্ষম। খুনী হয়েও গোবিন্দলাল পেলো মুক্তি, পেলো সহানুভূতি, আর হতভাগিনী রোহিণী আপনার কাছ থেকে না পেলো এক বিন্দু অশ্রুর সম্বল।

বঙ্কিম— অনেক ভেবেই কিন্তু আমি রোহিণীর মৃত্যু ব্যবস্থা করেছি।

শরৎ— রোহিণীদের দূরে সরিয়ে আমাদের সমাজ কি দিন দিন আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেনা? আমি আর একবার আপনাকে মিনতি জানিয়ে বলছি, করুণা দিয়ে, মমতা দিয়ে রোহিণীকে দেখুন—

বঙ্কিম— দেখেছি। আদর্শের দেবালয়কে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিলে যে নারীর প্রতি সর্ব্বোচ্চ সম্মান দেখানো হবে, এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনে।

শরৎ— অর্থাৎ আদর্শের রথচক্রতলে মানুষ পিষে যাক, ক্ষতি নেই; তবু আদর্শ থাক অক্ষয় হয়ে।

বঙ্কিম— তাইত আমাদের গৌরব—আমাদের সার্থকতা। ক্ষুরস্য ধারা—ক্ষুরের ধারের মত সে পথ, তবু সে পথ বেয়ে যুগ যুগ ধরে মানবযাত্রীর চির অভিসার। তুমি কি মনে কর, রোহিণীর চোখের জলে এদেশের বিরাট আদর্শ, ঐতিহ্য সব ভাসিয়ে দিলে আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়ে উঠবে?—না, তা হয়না, হতে পারেনা কখনো, অন্ততঃ আমি তা মনে করিনে। আমার স্বপ্ন, সাধনা অনেক বিরাট—অনেক মহৎ।

শরৎ— মানতে পারলুমনা।

বঙ্কিম— ছেলেমানুষ তুমি এখনো, শরৎ! রোহিণীর মৃত্যু তোমায় ধৈর্য্য-হারা করেছে।

শরৎ— হ্যাঁ করেছে। আপনাকে রোহিণীর মৃত্যুর কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

বঙ্কিম— কৈফিয়ৎ! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাজের জন্য কারুকে কোন কালে

কৈফিয়ৎ দেননি।

শরৎ— দেননি ?

বঙ্কিম— না। [হাতের ঘড়ি দেখিয়া] বেলা হয়েছে, আমি চল্লুম। [প্রস্থানোদ্যত বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিলেন] শোন, রোহিণীর মৃত্যুর জন্য দেশবাসী সত্যই যদি কোনদিন আমার কৈফিয়ৎ চায়, আমি দেবো, অন্ততঃ তোমাদের ক্ষোভের কারণ দূর করবার জন্য হলেও দেব। [প্রস্থান]

শরৎ— নারীর প্রতি যে দেশের ঋষির এমন ব্যবহার, সে দেশের জন-সাধারণের কাছে তাদের দুঃখ যে অভ্রভেদী হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি ! হায় দুর্ভাগা দেশ ! এখনো নারীর মূল্য দিতে শিখলেনা। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসেব কখনো নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলেনা, সমস্ত থেকেও কেন তার কিছুতেই অধিকার নেই"—তাদের—হ্যাঁ—তাদের হয়ে আমি পেশ করবো বেদনার আর্জ্জি, সমাজের কাছে রেখে যাব নালিশ, মহাকালের দরবারে উপস্থিত করবো আবেদন। ওরে, কে আছ দরদী, কে আছ বন্ধু—

[রমার প্রবেশ।]

রমা— অরণ্যে রোদন; শরৎদা ! কারো সাড়া তুমি পাবেনা।

শরৎ— পাবোনা ? কেন পাবোনা, রমা !

রমা— পাবেনা এইটুকু জানি।

শরৎ— এ অবিচারের ধারা চিরকাল এমনি করে বয়েই চলবে ? গোবিন্দলালের গুলিতে এমনি করে মরবে রোহিণীরা ?

রমা— এ আর নতুন কথা কি। কল্পান্ত কাল থেকে তা' চলে আসছে।

সতীদাহের চেহারা শুধু বদলেছে, দাহ এখনও ঠিকই আছে।

ৎ— চলে আসার জোরেই কোন জিনিষের স্থায়ীত্ব প্রমাণ হয়না। তাহলে সৃষ্টির আদি থেকে যে সব ফসিল এখনো টিকে আছে, তারা সবচেয়ে বড় প্রাণের সাক্ষ্য দিত। তোমরা এসো। আমার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখি, আমাদের আঘাতে সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে চুরমার হয় কিনা ?

রমা— এযে বিদ্রোহ।

শরৎ— বিদ্রোহইতো রমা! যা জরাজীর্ণ, নতুনের প্রয়োজনে তাকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্যেই এই বিদ্রোহ।

রমা— শরৎদা! চিরজীবন যা আদর্শ বলে মেনে চলেছি, কঠিন অগ্নিপরীক্ষায়ও যা' থেকে ভ্রষ্ট হয়নি—তুমি ত জান, কতবড় দুঃখে আমাকে রমেশদার বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছে। বুকের এক একটি পাঁজর ভেঙ্গে গেছে, তবু—

শরৎ— রমা!

[কমল ও রাজলক্ষীর প্রবেশ]

কমল— সংসারে পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করে নিতে পারা খুব বড় কথা, রমাদি! যখন দেখবে, সুমুখের দিকে আর চাইতে পারছনা অতীতই হয়েছে তোমার একমাত্র সম্বল, তখন বুঝবে, তোমার হয়ে এসেছে।

রমা— যে বিধাতা আমাদের ভাগ্যকে নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে—

কমল— মনুর বিধান বদলায়, বদলাতে পারা যায়।

রমা— আমরা যে চিরকাল তা মেনে চলেছি।

কমল— তাইত ভাবনার ভার দিয়েছ পরের মাথায়। আর ক'রেছ নিজের সর্ব্বনাশ।

শরৎ— কমল! এতদিন মনে মনে তোমাকেই যেন কামনা করেছি।

বহু নিশি জেগেছি তোমার প্রতীক্ষায়। আজ যখন এসেছ, এ কথাটা এদের বুঝিয়ে দাও, সমাজ, আদর্শ প্রভৃতি গালভরা বুলির মধ্যে আর যাই থাক, তাদের মঙ্গল নেই। জগতে সহজ সরল, স্বাভাবিক রূপ চোখ খুলে যদ্দিন তারা দেখতে না পেয়েছে, তদ্দিন তাদের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

কমল— বাহবা আর সংসারে বাঁধন রক্তে রক্তে মিশে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে এদের স্বভাব। স্বাভাবিক সুস্থতার কথা ভাবতেই যে তারা ভয় পায়।

শরৎ— দেশবন্ধুর একটা কথা আজ বিশেষ করে মনে হচ্ছে। তিনি বলতেন, দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীর চাইতে দেশের লোকেরাই আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা। নারীর মুক্তি আন্দোলনেও নারীরাই আজ নারীদের বড় প্রতিবন্ধক। কিন্তু ঘরে বাইরে এ পরাজয় আমি মেনে নেবোনা। কমল! তুমি শুধু আমার সহায় থেকো, তাহলে—

কমল— আমাকে কিন্তু মাপ করতে হবে, শরৎদা!

শরৎ— তোমার মুখে একথা শুনবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলামনা, কমল!

কমল— শরৎদা! আবেদন নিবেদনে কোনকালে কারো অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়না। ধরুন, পুরুষেরা আজ নারীদের স্বাধীনতা দিল। নেবে কে? তোমার ঐ রমা, রাজলক্ষ্মীর দল?

শরৎ— তাহলে তুমি বলতে চাও, আমার দাবী ও অধিকার সংগ্রাম বৃথা। বৃথাই এদ্দিন—

কমল— আমি তা বলিনে।

শরৎ— তবে?

কমল— আমি শুধু বলছি, পুরুষের কাছে ভিক্ষা পাত্র সম্বল করে দাঁড়াবার কথা আমায় আর বলবেন না।

শরৎ— শুধু নারী মহলে কেন, পুরুষের মধ্যেও তোমার তুলনা বিরল। তুমি যদি পিছিয়ে পড়ো, নারী হয়ে নারীর যদি শত্রুতা কর—

কমল— আপনার লেখনী শাণিত শায়ক, এনেছে আশার বাণী, মুক্তির জোয়ার। এই যে আমি আত্মসম্মানে ভর করে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছি, সেও ত আপনার ভরসা পেয়ে। গোবিন্দলালের গুলিতে চিরকাল ধরে মরেছে রোহিণীরা—মরেছে ক্ষীণতম প্রতিবাদটুকু না জানিয়ে। আজও রমা, রোহিণী, মাধবীরা তিল তিল করেই মরছে। তাদের হয়ে এইটুকু দাবী করুন, নারী হলেও তারা মানুষ। মানুষের অধিকার নিয়ে তারা বেঁচে থাক। ব্যথার প্রতিমা রইল রমাদি, রইল রাজলক্ষ্মীদি, আর রইল হাজার হাজার অসহায়া দুর্ব্বল নারী, যারা অশ্রুমাত্র সম্বল করে প্রতিকারের পথ খুঁজছে। তাদের সার্থকতার পথ নির্দ্দেশ করুন।

শরৎ— তাইত তোমার সাহায্যের আজ একান্ত প্রয়োজন।

কমল— আমার পথ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, শরৎদা। আপনি নিয়েছেন জ্ঞানের পথ, ভগীরথের মত নিয়ে এসেছেন নারীসমাজে জাগরণের বান, কিন্তু আমার দীক্ষা যে কর্ম্মের পথে।

শরৎ— কি রকম ?

কমল— তা'হলে বলি। শিবনাথের সঙ্গে যেদিন শৈবমতে আমার বিয়ে হলো, সেদিন হৈ চৈ, ঠাট্টা তামাসা, বিদ্রূপ, টিটকারির অন্ত ছিলনা। অনেকে বললেন, এ বিয়েই নয়। শিবনাথ হালে পানি ফুরালে দু'দিনেই ছেড়ে পালাবে। আশঙ্কা সত্য হবার সম্ভাবনা জেনেও মনকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিলাম, মন যেদিন দেউলে হয়ে যায়, সেদিন যেন অন্যকোন কৃত্রিম বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা না করি, যেন কোন রকম দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় না দিই। "যখন যেটুকু পাই, তাকে যেন সত্য বলে মেনে নিতে

পারি। দুঃখের দাহ যেন বিগত দিনের শিশির বিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত স্বল্পই হোক, পরিণাম তার যত তুচ্ছই গণ্য হোক, তবু যেননা তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেননা আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। শিবনাথ আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। ব্যথা পাচ্ছিনে বলবোনা। কিন্তু কান্নাকাটি আর চোখের জল দিয়ে বেঁধে রাখবার চেষ্টাও আমার নেই। [চোখ মুছিল] সে আমাকে ব্যথা দিচ্ছে, কিন্তু নিঃস্ব করে যেতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। সহজেই সে এসেছিল, সহজেই তাকে যেতে দিয়েছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, এই সাহস ও শক্তির সঞ্চয় যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। যেন মনে করতে পারি, মানুষের দুঃখময় অতীতই একমাত্র সত্য নয়, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল প্রভাতও আছে আজকের আঁধারের গর্ভে লুকিয়ে।

শরৎ— তাই হোক, কমল। নরনারীর সুস্থ সম্বন্ধের বিচারের প্রশ্ন যেদিন উঠবে, সেদিন যেন তুমি তাদের পথ দেখাতে পার। হ্যাঁ, তুমি এসো—

[কমল শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল]

কমল গেল, চল আমরা এগোই—

রমা— শরৎদা! কমলের পথই কি সব নারীর মুক্তির একমাত্র পথ?

শরৎ— কেন নয়?

রমা— আপনার কাছে আজ অকপটে স্বীকার করবো, বিধবা হয়েও আমার বুকে অনন্ত কামনাবাসনা মাথাকুটে মরছে। দেবতার পায়ে কতদিন প্রার্থনার সময় বলেছি। দেবতা, এ কেন? আমায় মুক্তি দাও। দেবতা শুনলো কৈ? আমার বুক জুড়ে কার ছবি—

শরৎ— জানি, জানি রমেশ তোমার ধ্যান জ্ঞান সব। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কত বড় আঘাত সে পেলো, তাও একটি বার ভাব।

রমা— কিন্তু শরৎদা, নারীর বুক ফাটে, তবু যে মুখ ফোটেনা এই তুমি জানলে, কিন্তু পল্লীসমাজের কত বড় জবরদস্তি আমার অন্তরের সত্যকে মিথ্যে করে নিলে, এ তুমি দেখলেনা ?

শরৎ— রমা ! আজ রোহিণীর মৃত্যুর কথাই তোমাকে চিন্তা করতে বলি। আর সঙ্গে সঙ্গে একবার ভাবতে বলি, রমেশের সুদীর্ঘ কারাবাসের কথা। যে শক্তি, যে আদর্শ রোহিণীকে গুলি করেছে, তাই কি রমেশকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়নি ? সেই বঙ্কিমী আদর্শ—সেই সনাতন বিধান—

রমা— শরৎদা !

শরৎ— জানি, বলবে তোমার মানসম্ভ্রমের কথা—তোমার চিরন্তন সংস্কারের কথা, কিন্তু কেন ? এ ত শুধু তোমাকে ব্যর্থ করে ক্ষান্ত হয়নি ; রমেশের মত এমন বিরাট সম্ভাবনাময় জীবনকে ঊষর মরুভূমি করতে চলেছে ! এ যে সমাজের কত বড় ক্ষতি ! তোমার নীরবতা দিয়ে ক্ষতির পরিমাণকে আর বাড়িয়ে তুলোনা, তোমার সংস্কার দিয়ে রমেশকে সীমাহীন দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দিও না, বাধ্য করোনা তাকে হীন কয়েদীর জীবন যাপন করতে।

রমা— শরৎদা ! [কাঁদিয়া উঠিল]

শরৎ— দ্বিধা, সংশয়, সংকোচ যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবার চলো। মহাকালের দরবারে যে আর্জি আমি পেশ করতে চলেছি, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাক। এসো লক্ষ্মী।

[শরৎচন্দ্রের প্রস্থান। রমা ও রাজলক্ষ্মীর তাঁহাকে অনুসরণ]

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচার

[বিচারক ও জুরীগণ উপবিষ্ট। উত্তেজিত জনতায় ঘর পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ারে বসিয়া আছেন। শরৎচন্দ্র বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান। পাশে রমা, রাজলক্ষ্মী। জনতায় হৈ চৈ উত্তেজনা।]

শরৎ— এখন আর আপনাদের সংশয়ের কারণ নেই। তাই আমার অভিযোগ গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে নয়। অভিযুক্ত করছি আমি তাঁকে, যিনি গোবিন্দলালের হাতে তুলে দিয়েছেন পিস্তল, বুকে দিয়েছেন হত্যার প্রবৃত্তি, অভিযুক্ত করছি আমি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে— [জনতার গুঞ্জন]

তিনি বেশ জানতেন, গোবিন্দলালের নির্ম্মম পিস্তলের সামনে রোহিণীর শত আবেদন, আর্ত্তনাদ ব্যর্থ হবে ; ব্যর্থ হবে তার নবীন বয়স, নতুন সুখের দাবী। বঙ্কিম আমার গুরু, বঙ্কিম আমাদের নমস্য, সাহিত্য সম্রাট, ঋষি তিনি। তাই আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি, তিনি কি করে এই হত্যার ইন্ধন জোগালেন ? এই ঘটনা কি এই কথাই প্রমাণ করে না যে কবি বঙ্কিম সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করলেন ? দরদী শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র—

বঙ্কিম— আমার কথা থাক, শরৎবাবু, আপনার নিজের কথাই বলুন—

শরৎ— এই দেশেরই কবির বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য"। সেই

দেশে আজ আদর্শের নামে চলছে অবিচার, চলছে হৃদয়হীনতা। ধর্ম্মাবতার! আমি এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আর প্রতিকার দাবী করছি।

১ম জন— [উত্তেজিতভাবে] আমিও জানাচ্ছি প্রতিবাদ—দাবী করছি প্রতিকার।

২য় জঃ—আমিও—

জনতা— [প্রায় সমস্বরে] আমরা ভাঙবো—ভাঙবো হৃদয়হীনতার এই পাষাণ প্রাচীর। [সকলে হৈ চৈ করিয়া আগাইয়া আসিল।]

শরৎ— কিন্তু ধীরে, বন্ধুগণ, অতি ধীরে—

২য়— ধৈর্য্য আমাদের নেই। আমরা চাই প্রতিকার।

৩য়— চূড়ান্ত মীমাংসা।

শরৎ— কিন্তু উত্তেজনায় ত এ সমস্যার সমাধান হবেনা। অন্যপক্ষেরও কি বলার আছে, তা আপনারা শুনুন, আর বিচার করুন, মানুষের জন্য আদর্শ, না আদর্শের জন্য মানুষ? ধর্ম্মাবতার! আপনি বলুন, রোহিণী বঙ্কিমের হাতে যতখানি সাজা পেয়েছে, সত্যই কি তা তার প্রাপ্য ছিল, না অপরাধের তুলনায় গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে? না এ ছাড়াও তিনি রোহিণীর সার্থকতার অন্য কোন পথ নির্দ্দেশ করতে পারতেন? [শরৎচন্দ্র বসিলেন।]

বিচারক— মাননীয় জুরীমহোদয়! আমাদের সামনে এক জটিল সমস্যা উপস্থিত। পুলিশ রিপোর্টে আমরা পেয়েছিলাম, গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করে মেরেছে, সুতরাং এই মামলার আসামী হিসাবে তারি বিচার আমরা করবো, কিন্তু আমাদের সামনে এখন যা' সাক্ষ্যপ্রমাণ, তাতে মনে হচ্ছে, গোবিন্দলাল বঙ্কিমের ক্রীড়নক হয়ে এ কাজ করেছে। বঙ্কিম তা স্বীকার করেছেন, এর সমস্ত দায় দায়িত্ব নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। এই কারণে

আজকের এই বিচার সভার গুরুত্ব অসাধারণ। কারণ এই খুনোখুনিকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের আদর্শের তথা মতবাদের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তাই শুধু নিজের ওপর এ দায়িত্ব না রেখে আপনাদের ডাকিয়েছি। আইনের চুলচেরা বিচার না করে জনসাধারণের মতামত উপস্থিতেরও সুযোগ দিয়েছি। আপনারা বিচার করে, বিশ্লেষণ করে দেখুন, কেন—এই যে, বঙ্কিমবাবু, তাহলে আপনি স্বীকার করছেন, প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের হাতে যে পিস্তল ছিল, তা আপনারই ?

বঙ্কিম— [দাঁড়াইয়া] হ্যাঁ, আমার। [বিচারক লিখিলেন]

বিচারক—তার বুকে যে প্ররোচনা—

বঙ্কিম— তাও আমার।

বিচারক—এক কথায়, রোহিণীর মৃত্যুতে আছে আপনার পূর্ণ সমর্থন ?

বঙ্কিম— হ্যাঁ, সম্পূর্ণ।

বিচারক—কিন্তু, কেন ?

[গোবিন্দলালের দ্রুত প্রবেশ।]

গোবিন্দ—না, না, সমস্ত অপরাধ আমার। রোহিণীর মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। শুধু রোহিণী কেন, ভ্রমরের মৃত্যুও আমার পাপের ফলে।

বঙ্কিম— গোবিন্দলাল !

গোবিন্দ—দণ্ডদাতা ! আমায় দণ্ড দিন। জেলে দিন, ফাঁসি দিন। শুধু আমারি অপরাধে—

বঙ্কিম— নাটুকেপনা রাখ, গোবিন্দলাল ! শুধু ভ্রমর—ভ্রমরের জন্য, নইলে তোমার মত নরাধমকে বাঁচিয়ে রাখবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিলনা। ভ্রমরের প্রতিজ্ঞা ছিল, "তুমি আবার আসবে, আবার ভ্রমর বলে ডাকবে, আমার জন্য কাঁদবে, যদি একথা

নিষ্ফল হয়, জেনো দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী"।

গোবিন্দ—সতীলক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞা ত মিথ্যে হয়নি। আমি আবার এসেছি, ভ্রমর বলে ডেকেছি, কেঁদেছি, তবুও কি প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? তবু কেন আমার সমস্ত অপরাধ, সমস্ত ভুলের মূল্য দিতে হলো ভ্রমরকে?

বঙ্কিম— দুঃখিনী—চিরদুঃখিনী ভ্রমর আমার! [বঙ্কিম বসিলেন।]

শরৎ— সাহিত্য সম্রাট! [বঙ্কিম নিরুত্তর] স্রষ্টা!

বঙ্কিম— [মুখ তুলিয়া] বলুন।

শরৎ— ভ্রমরের দুঃখে আমিও দুঃখিত। কিন্তু তারি জন্য আমাদের সমবেদনার সমস্ত সম্বল যদি নিঃশেষ করে ফেলি, এদের—এইসব পাপীয়সীদের জন্য আমাদের থাকবে কি? সেখানে কি আমরা একেবারে রিক্তহস্ত? থাকবেনা দয়া, মায়া, মমতার লেশমাত্রও? আমাদের দুফোটা চোখের জলেও কি ওদের দাবী নেই?

বঙ্কিম— এ প্রশ্ন আপনি বারবার তুলছেন।

১ম জঃ—নিশ্চয় তুলবেন। কারণ তাঁর হৃদয় আছে।

২য় জঃ—মমতাবোধ আছে—

বঙ্কিম— [দাঁড়াইয়া] আর আমি দয়ামায়া মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত, এইত আপনাদের অভিযোগ? কঠিন রোগে ডাক্তার যখন অস্ত্রোপচার করেন, তাঁকে এমনিতরো নির্ম্মমতার অপবাদই সইতে হয়।

বিচারক—কিন্তু ডাক্তারের মত আন্তরিকতার প্রমাণ আপনাকে দিতে হবে।

বঙ্কিম— উপস্থিত বন্ধুদের তা'হলে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞেস করছি।

বিচারক— বেশ করুন।

বঙ্কিম— ধরুন, আপনাদের গৃহপ্রাঙ্গণে রোজরোজ জল ঢেলে একটা চারাগাছকে বাড়িয়ে তুলছেন। দিন দিন যখন তার ফুল ফোটে, ফল ফলে, আপনাদের খুব আনন্দ হয়।

১ম জঃ—হয়, খুবই হয়।

বঙ্কিম— তার ওপর স্বভাবতই একটা মায়াও হয়ে যায়।

২য় জঃ—তা যায় বৈকি। সেদিন আমার ছোট ছেলেটি গাছের একটা ডাল কেটেছিল, আমি তার গালে কসে চড় মেরেছিলাম পর্য্যন্ত।

বঙ্কিম— তা'হলে বুঝুন সে গাছের মায়া কত, যার জন্য আপনার শিশু সন্তানকে পর্য্যন্ত আপনি চড় মারতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু, বন্ধু, হঠাৎ যদি আবিষ্কার করেন, তা একটা বিষবৃক্ষ।

২য় জঃ—বাপরে বাপ! সে কি ভয়ানক ব্যাপার!

বঙ্কিম— রোহিণীও আমাদের সমাজে তেমনি একটা বিষবৃক্ষ।

২য় জঃ—রোহিণী বিষবৃক্ষ।

বঙ্কিম— একটা জীবন্ত বিষফল—জ্বলন্ত বিষকন্যা।

রমা— জীবন্ত বিষফল—জ্বলন্ত বিষকন্যা! রোহিণী!

শরৎ— হ্যাঁ, বঙ্কিমের বিচারে তাই।

বঙ্কিম— তার দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে, আলিঙ্গন আমাদের মৃত্যু আনে। সুতরাং জেনেশুনে বিষবৃক্ষের বীজ আমার দেশের, সমাজের প্রাঙ্গণে এনে রোপন করতে পারিনে। তাই দেশদশের মঙ্গলের দিকে চেয়ে রোহিণীকে—

বিচারক—সমাজদেহ থেকে অপসারণের ব্যবস্থা করেছেন, এইত?

২য় জঃ—খুব ঠিক করেছেন। সাধে কি আর লোকে আপনাকে ঋষি বলে—এমনটি না হলে—আহাহা—

বঙ্কিম— একবার ভাবুনত, বন্ধুগণ কত বড় সভ্যতার আমরা উত্তরাধিকারী! আমাদের আদর্শ কত বড়, কত মহৎ। আমাদের উপনিষদের বাণী স্মরণ করুণ, "নয়মাত্মা বলহীনের লভ্য।" আমাদের ধর্ম্মে দুর্ব্বলতার স্থান নেই। সত্যং শিবং সুন্দরমের বেদীমূলে যুগ যুগ ধরে আমরা পূজা নিবেদন করেছি আজ কি আপনারা চান

রোহিণীর চোখের জলে আমাদের আদর্শ, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের বড় গর্ব্বের সনাতন ধর্ম্ম ভেসে যাক ? আপনারা কি চান প্রতাপ, সত্যানন্দ, ভবানন্দের স্থান এসে দখল করুক, দেবদাস সুরেশ আর জীবানন্দ—যত সব মাতাল আর উচ্ছৃঙ্খলের দল।

শরৎ— মাতাল, কিন্তু মানুষ তারাও—

বঙ্কিম— আমাদের জাতির—আমাদের ধর্ম্মের—আমাদের সমাজের অতখানি অধঃপতনের কথা আমি ভাবতেও পারিনে—

শরৎ— তা পারেন না। কিন্তু এক নিঃশ্বাসে রোহিণীকে পাপীয়সী প্রমাণ করে তার ওপর চরম দণ্ড প্রয়োগ করতেও বাধেনা, সুবিধেমত এ কথা ভুলে যেতেও আটকায়না যে, রোহিণী গোবিন্দলালের জন্য উইল ফেরৎ দিতে গিয়ে শত সহস্র বিপদ মাথায় করেছিল, অপমান লাঞ্ছনাকে অঙ্গভূষণ করেছিল—

বঙ্কিম— করেছিল। তাতে কি এই প্রমাণ হয়ে গেল যে রোহিণী নির্দ্দোষ ?

শরৎ— রোহিণীর হাজার দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তাই কি সব ? তার মনুষ্যত্ব, গোবিন্দলালের মঙ্গলের জন্য প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখবার জন্য বারুণীপুকুরে প্রাণ বিসর্জ্জনের চেষ্টা একেবারে অকিঞ্চিৎকর ? কিন্তু সমাজের বিচারে মিথ্যে হয়ে গেল সব। মিথ্যে রোহিণীর ত্যাগ, ভালবাসা, তার শুভবুদ্ধি, তার কল্যাণ ইচ্ছা ; সত্য শুধু ব্যভিচারিণীর কলঙ্ক, অক্ষয় তার পাপীয়সী আখ্যা। সেই মমতাময়ী, কল্যাণময়ী নারী হলো কিনা জলন্ত বিষকন্যা—জীবন্ত বিষফল ; আর যে গোবিন্দলাল প্রলোভনে তাকে ঘর থেকে বার করে আনলে, গুলি করে মারলে, ভ্রমরের মত বিশ্বাসসর্ব্বস্ব নারীকে প্রতারণা করলে, সেই হলো সুসন্তান —সমাজের প্রতিভূ ! [বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চহাস্য]

আমার কথাকে হেসে উড়িয়ে দিতেন পারেন; কিন্তু কবি! পরের কান্না দেখে বহুবার আপনি কেঁদেছেন, দুঃখে ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ আপনার কবি হৃদয় হতে যে বহুবার রোহিণীর জন্য "আহা" ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। সেই কবি বঙ্কিমের হাতে রোহিণীর এমন শোচনীয় পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। মানি; মানুষের হাজার দোষ ত্রুটি আছে। তার বিচারের জন্য রয়েছে সমাজ, রয়েছে রাজদরবার, রয়েছেন এসব দণ্ডধারীরা। শিল্পীর কাজ, স্রষ্টার কাজ তা নয়—

বঙ্কিম— শিল্পীর কাজ কি শুনি তাহলে? তার সব ক'টী চরিত্রকে হতে হবে বুঝি অজর, অমর, শাশ্বত—

শরৎ— না, না, তা হতে যাবে কেন? কিন্তু তারও ত একটা স্বাভাবিক ধারা থাকবে, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকবে। রোহিণীকে মারা চাই, অতএব এলো নিশাকর। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তার প্রতি আসক্তি। তারপর গোবিন্দলালের গুলিতে তার মৃত্যু, এ আর যাই হোক, poetic justice নয়। এ অন্যায়; অসঙ্গত জবরদস্তি।

১ম জঃ— সত্যইত, এ অন্যায়

২য় জঃ— অন্যায় কি বলছো, মহা অন্যায়—

বঙ্কিম— সে দায়িত্ব আমি মেনে নিই, কিন্তু তা সংশোধনের চেষ্টাও আমার নেই।

বিচারক—কারণ?

বঙ্কিম— কারণ "সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ!

গোবিন্দ—সে কথা আমায় চেয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে তিলে তিলে কে বেশী অনুভব করেছে?

বঙ্কিম— রোহিণী রূপতৃষ্ণা, স্নেহ নয়, সুখ নয়, ভোগ—'মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল'।

বিচারক—আর ভ্রমর ?

বঙ্কিম— "ধন্বন্তরিভাণ্ড নিঃসৃত সুধা"। তাই "ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাইরে"

গোবিন্দ—সবত ছেড়েছি। তবু কোথায় সুখ, কোথায় শান্তি, কোথায় ভ্রমর ?

বঙ্কিম— ধৈর্য্য ধর, হৃদয়কে শান্ত কর। এই হলাহল মন্থন করেও একদিন উঠবে অমৃত। পাবে যা ভ্রমরের চেয়ে মধুর—পবিত্র—শান্তি—চির শান্তি—সর্ব্বশান্তির আধার—শ্রীভগবানের পাদপদ্ম।

গোবিন্দ—সে আশা নিয়েই আজো জীবন ধারণ করছি, নইলে—

[আবেগ লুকাইবার জন্য দ্রুত প্রস্থান। সকলে কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

বিচারক—বঙ্কিমবাবু !

বঙ্কিম— জানি, আপনাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে, আমার সৃষ্ট নারীপুরুষেরা ও অনেকেই এমনিধারা অপরাধ করেছে। হ্যাঁ, করেছে। শৈবলিনীকে দুঃখের অগ্নিতপস্যায় আমি শুদ্ধ করে নিয়েছি। প্রতাপ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রমুখ পুরুষেরা মৃত্যু দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। শরতের দেবদাস বলুন, জীবানন্দ বলুন, আর সুরেশই বলুন—এক একটা মাতাল, উদাসী, ছন্নছাড়া। এরাই যদি হয় ভাবী বাংলার প্রতিনিধি, আমি বলব বাংলার দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এসেছে। দেশবাসী আপনারা ! একবার ভাবুনত কত বড় আশা, আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে ভাবী বাংলা, তথা ভারতের কল্পনা করেছি। তাকে জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে মহান করে তুলতে অন্ধকারে দিনের পর দিন পথ কেটে চলেছি।

আজ আমার সে আশা, আদর্শ ধূলির সাথে মিশে থাক, এই কি আপনারা চান?

১ম জঃ—সে আমরা কখনো চাইনি।

২য় জঃ—বন্দিনী ভারত মাতার মুখে হাসি ফুটে উঠুক এইত বরাবর আমরা চেয়েছি।

বঙ্কিম— তাহলে আপনারা, আমার সমবেত বন্ধুবান্ধবেরা, এই আশ্বাস আমাকে দিন.; বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধ পথের শক্তি যত বড় হোক, তা আপনাদের মেরুদণ্ড নুইয়ে দেবেনা। বুকে সাহস, হৃদয়ে বল—অন্তরে অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে আদর্শের পতাকা আপনারা উড়িয়ে রাখবেন। শির দেবেন—তবু শের দেবেন না।

জনতা— [সমস্বরে] আমরা শির দেবো—তবু শের দেবো না।

বঙ্কিম— আপনাদের ওপর এ হেন বিশ্বাস আছে বলেই দেশবাসীর কাছে চেয়েছিলাম আমি বিচার। শুভক্ষণে আবিষ্কার করলুম, আমার দেশবাসী আমায় ভোলেনি। আপনাদের প্রীতি ভালবাসা আমি পেয়েছি। বাংলার দীন সেবক এর বাড়া কিছুই আর কামনা করেনা।

১ম জঃ—আপনার জন্য আমরা রেখেছি হৃদয়ের অম্লান ভালবাসা।

২য় জঃ—অসীম শ্রদ্ধা—

৩য় জঃ—আর অতুলনীয় রাজসিংহাসন।

বঙ্কিম— আজ আমি ধন্য, আজ আমি কৃতার্থ। আমার বাংলা, আমার ভারতবাসী যে ভক্তিশ্রদ্ধা আমাকে দেখালেন, তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা আমার স্বপ্নকে সার্থক করেছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বাংলা তথা ভারতের সেই "সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা রূপ।" শুনতে পাচ্ছি, তার মুখের সেই বরাভয় বাণী, তার নিত্যনতুন জ্ঞান

বিজ্ঞানের উৎসাহ উন্মাদনা। আশা করি, চিরদিন এমনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে মাতৃনাম আপনারা স্মরণ করবেন। আমার "আনন্দ-মঠের" সন্তানদের মত সব কিছু তুচ্ছ করে ছুটবেন দুঃখের অগ্নি পরীক্ষায়। তাহলে সুপ্ত ভারত আবার জাগবে, লুপ্ত ভারত ফিরে পাবে মর্য্যাদা, লাঞ্ছিত ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে অতীত গৌরবে।

১ম জঃ—যার জন্য আমরা ধনমান, প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করবো।

২য় জঃ—স্বদেশ জননীর জন্য আমরা মরণ পণ করবো।

৩য় জঃ—মরণ কেন, আমাদের সর্ব্বস্ব পণ রইলো।

বঙ্কিম— তাই যদি হয়, চলুন সকলে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠি 'বন্দে মাতরম্'

জনতা— বন্দে মাতরম্।

['বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে বিচারসভা মুখরিত]

রমা— উঃ। মাগো! [আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

বিচারক—কি হলো? কি ব্যাপার?

রাজলক্ষ্মী—রমা—রমা—

১ম জঃ—রমা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

রাজলক্ষ্মী—রমা—রমা— [রাজলক্ষ্মী রমার মাথা কোলে করিয়া বসিল]

বিচারক—[আসন ছাড়িয়া] ডাক্তার—ডাক্তার! এখানে কেউ ডাক্তার আছেন?

২য় জঃ— ধর্ম্মাবতার! আপনার হুকুম হলে আমি—

শরৎ— কিন্তু বাইরের প্রলেপে ত এই সমাজ দেহের দুষ্ট ব্যাধি দূর হবেনা। আপনারা বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে করবেন বঙ্কিমের প্রতিষ্ঠা, জানাবেন রোহিণী হত্যার সমর্থন, আর এদিকে করবেন রমার চিকিৎসার ব্যবস্থা; না, না, এ হয়না—হতে পারেনা! এদের সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে হলে, ভাবুন, আমাদের সমাজে

কেন এত বড় অপচয়? কেন এই সমাজক্ষয়ী গ্লানি ও দুর্বিপাক? কেন এরা—

বিচারক—ডাক্তার—ডাক্তার—

রাজলক্ষ্মী—রমা! চুপ করে থাকিসনে, বোন, একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ, একবার— [ধীরে ধীরে ঝাঁকুনি দিতে লাগিল। দ্রুত পর্দা নামিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

অতঃ কিম?

[দৃশ্যসজ্জা পূর্ব্ব দৃশ্যের অনুরূপ। রাজলক্ষ্মী সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। রমা প্রস্থানোদ্যতা, আর শরৎচন্দ্র তাহাকে ডাকিতেছেন।]

শরৎ— রমা—রমা—

রমা— [ফিরিয়া] আর কেন, শরৎদা! এখনও কি আশা রাখ—

শরৎ— আমার আশার শেষ নেই, রমা! আমি চিরকাল আশাবাদী। অপেক্ষা আমার মহাকালের শেষ রায়ের ভরসায়।

[বঙ্কিমের প্রবেশ]

বঙ্কিম— বৃথা আশা, ব্যভিচারিণী, পতিতার স্থান আমাদের সমাজে কখনো হবেনা।

রাজলক্ষ্মী—কেন, কেন হবেনা, ঋষি! অজ্ঞানে, অভাবে পড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল তাই সত্য হবে, আর আমাদের ভাল হবার সমস্ত চেষ্টা হবে মিথ্যে? কেন, কেন?

বঙ্কিম— সে পাপের শাস্তি।

রাজলক্ষ্মী—কিন্তু আপনার সনাতন সমাজ, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে যারা সর্ব্বস্ব খোয়ালে?

বঙ্কিম— তার মানে?

রাজলক্ষ্মী—যে কথা এতদিন চেপে রেখেছিলাম, তাই আজ বলতে হবে?

আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে হবে আমার অপমানিত লাঞ্ছিত জীবনের ইতিহাস।

[বিচারকের প্রবেশ]

ধর্ম্মাবতার! আপনিও উপস্থিত। জানি, আপনার চরমদণ্ড আমাদের মাথার ওপর নেমে আসবে, কিন্তু অপরাধীকে শাস্তি দেবার আগে তার কৈফিয়ৎটুকু শুনবেন, এই আমার দাবী।

বিচারক—বেশ; বলো। [বিচারক আসন গ্রহণ করিলেন।]

রাজলক্ষ্মী—বাবা ছিলেন আমার কুলীন ব্রাহ্মণ। আমাদের সমাজে কুলীনের বহুবিবাহের প্রচলন আছে। তিনি আর একবার বিয়ে করে মাকে ত্যাগ করলেন। অসহায়া অনাথিনী মা আমার চোখে আঁধার দেখলেন। তার ওপর আমরা দুইবোন তাঁর কাধে। মামার বাড়ীই হলো আমাদের একমাত্র আশ্রয়। মামা আশ্রয় দিলেন বটে, কিন্তু বিবাহযোগ্যা দুই ভাগ্নীকে দেখে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। খোঁজ, খোঁজ, পাত্র খোঁজ, নইলে যে ব্রাহ্মণের জাত যায়। অনেক খোঁজাখুজির পর পাত্রও বেরুল। এক পাচক ব্রাহ্মণ। ভঙ্গ কুলীনের সন্তান। অনেকটা হাবাগোবা গোছের। তিনি আমাদের দুই বোনকে উদ্ধার করতেও রাজী, তবে তার কিঞ্চিৎ দাবী—

বিচারক—কি রকম?

রাজলক্ষ্মী—বেশী নয়, মাত্র একশ একটি করে টাকা—দুটো ষাড় কেনার দাম মাত্র।

[বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চল হইয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন]

যাক, অনেক কষেমেজে সহি সুপারিশের পর সত্তর টাকায় রফা হলো। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের কুলীন স্বামী সেই যে সত্তর টাকা ট্যাকে বেঁধে প্রস্থান করলেন, জীবনে আর তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তারপর

বছর দেড়েক পরে কাশীতে দিদির মৃত্যু হলো, আর আমারও মৃত্যু হলো কলেরায়, অন্ততঃ এই ছিল এখানকার রটনা। আর রটনাও বা বলি কেন, সত্যি সেদিন রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছিল, আমি তখন পিয়ারী বাইজী। [চোখে জল আসিয়া পড়িল, আঁচলে মুছিয়া] যাক, নিজের লাঞ্ছিত জীবনের কথা তুলে আপনাদের দুঃখ দিলাম। ক্ষমা করবেন।

শরৎ— কেন বারবার তোমরা ক্ষমা চাইবে? যে সমাজ দুটো নারীকে রামছাগলের দামে বিক্রী করে, সে সমাজের কি কোথাও কোন লজ্জার কারণ নেই?

বিচারক—হ্যাঁ, যে সমাজ পরের কাছ থেকে কড়ায়গণ্ডায় আদায়ই করে নিলে, প্রতিদানে কিছুই দিলেনা তার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ আছে বৈকি। এ ব্যাপারে সাহিত্য সম্রাটের মতামতটা—

বঙ্কিম— আপনারা আমার সামনে যেন আনতে চান নতুন চ্যালেঞ্জ— নতুন প্রশ্ন। কিন্তু জীবনসায়াহ্নে নতুন করে এ প্রশ্ন ভাববার সময় আমার আর নেই।

শরৎ— তার মানে প্রীতিহীন সমাজ, ক্ষমাহীন ধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে এদের বলি দিয়েই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে যাবে। রমা, মাধবী,

রমা— বলছি ওসব কথা থাক। থাক, শরৎদা!

শরৎ— কেন থাকবে?

রমা— পাষাণফলকে মাথা কুটলে কপাল ফেটে রক্তই ঝরবে। সংসারের তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবেনা। [প্রস্থানোদ্যত]

শরৎ— রমা!

রমা— মাপ কর, শরৎদা, আমার জন্যে যে ব্যবস্থার তুমি নির্দ্দেশ দিয়েছ, সেই আমার ভালো। এর বেশী আমি আর কামনা

করিনে। আমি চললুম। [দ্রুত প্রস্থান]

শরৎ— ঐ যায়, সে চলে যায়। মানুষের দেবতা কেঁদে ফিরে যায়, আমরা পাষাণ, সাক্ষীগোপাল হয়ে চেয়ে রইলাম, একি সম্ভব ? জগতে নতুন ভাবের বন্যা বইছে, তার ঢেউ কি বাংলার তটপ্রান্তে এসে আঘাত করছেনা ? একি ! বিচারপতি নীরব ! সাহিত্য সম্রাট নীরব ! আপনারা অসীম নীরবতা দিয়ে এই কথাই কি বুঝাতে চান, জগতের গতি আর ভাবের বন্যা আপনারা চোখ বুজে উপেক্ষা করে যাবেন, আনবেন না নতুন প্রভাতের আলো এই গৃহে আমন্ত্রণ করে। বলুন, বলুন, চুপ করে থাকবেন না ? উত্তর দিন।

বিচারক—কিন্তু আজো জানতে পারলুম না, কোথায় তাকে পাঠাচ্ছেন ?

শরৎ— দেবতার পায়ের তলায়—তীর্থে।

বিচারক—কেন ?

শরৎ— এ কথা ভাবতে—"কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না সমাজের খেয়ালের খেলা ?"

বিচারক—আপনি নিজে ভেবেছেন এসব কথা ?

শরৎ— আমার সারা জীবন—সমস্ত সাধনা—

বিচারক—মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বেই পর্য্যবসিত হয়েছে মাত্র। শরৎবাবু ! বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আপনার নালিশ, তিনি রোহিণীর কামনা বাসনা আশা আকাঙ্খার কোন মর্য্যাদা দেননি। আমরাও বলি, তা তিনি দেননি। না আর্টের দিক থেকে, না নারীত্বের দিক থেকে। এমন কি তাঁর পূর্ব্বসূরী—রামমোহন, বিদ্যাসাগর

চিন্তার যে ঔদার্য্য, হৃদয়ের যে প্রসারতা দেখিয়েছেন, অনেক সময় তাও আমরা তাঁর কাছ থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে আশা করতে পারিনি, তবু বঙ্কিমের একটা কৈফিয়ৎ আছে।

শরৎ— কি কৈফিয়ৎ ?

বিচারক—প্রথমত গোবিন্দলাল ভ্রমরের স্বামী, সে হিসাবে সামাজিক একটা দায়িত্ব তাঁর আছে, দ্বিতীয়ত যে যুগ, যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রোহিণী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর পক্ষে এক বিস্ময়কর দুঃসাহস।

শরৎ— আমিও স্বীকার করি, বঙ্কিম একদিন বাংলা সাহিত্যে প্রাণের জোয়ার এনেছিলেন, দেশের প্রচলিত ভাবভাষাকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে হয়েছিল তাঁর অভিযান। সেই বিপ্লবী বঙ্কিমকে আমি প্রণাম করি, প্রণাম করি 'বিষবৃক্ষের' স্রষ্টা, 'কপালকুণ্ডলা'র রচয়িতাকে, কিন্তু যেখানে বসে তিনি নির্ম্মমভাবে রোহিণীর কপালে পিস্তল দেগে বসবেন, সেখানে তাঁকে আমি মানতে পারবো না।

বিচারক—সেই বিপ্লবী ঐতিহ্য নিয়েও আপনিত রমা, রমেশের শোচনীয় ব্যর্থতা ঘোচাতে পারেননি। শুধু রমা কেন, মাধবী, সাবিত্রী থেকে আরম্ভ করে কারও সার্থকতার পথনির্দ্দেশ আপনি করতে পারেননি। তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গেল এদের জীবন। তার তুলনায় মৃত্যুত মুক্তি। বলুন, মানুষ হিসাবে সামাজিক দায়িত্ব কতখানি আপনি মেনে চলেছেন ?

শরৎ— বঙ্কিম যেখানে সিংহাসনে, সনাতনশিরোমণি যেখানে তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে সমাজের সীমানা পাহারা দিচ্ছেন, আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথমপাদে বিদ্রোহের কথা আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও, প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস পাইনি।

বিচারক—তাহলে ?

শরৎ— আমি শিল্পী। প্রশ্ন তুলেই খালাস। সমাধান আপনাদের হাতে। আপনারাই এর বিচার করবেন!

বিচারক—তা যদি বলেন, আজকের বিচার সভাও রমার দাবী উপেক্ষা করেনি।

শরৎ— করেনি ?

বিচারক—না।

শরৎ— তাহলে রমা পেলো আসন ?

বঙ্কিম— [দাঁড়াইয়া] আর আমি হলাম আসনচ্যুত !

বিচারক—সে কি কথা, কবি! আপনার আদর্শের অমর্য্যাদা ত আমরা করিনি। সবাকার সহযোগিতায় আমাদের সমাজভূমি হবে উর্ব্বর, তার ওপর আপনার আদর্শের মহীরুহ মেলে ধরবে তার ডালপালা। ফুটাবে ফুল, ফলাবে ফল।

বঙ্কিম— অগত্যা আমাকেই যেতে হলো। যে সন্তান মাতৃমন্দির কলুষিত করে, আমার স্থান তাদের মধ্যে নয়। [প্রস্থানোদ্যত]

বিচারক—অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে মানুষ গড়ে ভবিষ্যতের স্বপ্নসৌধ! [দাঁড়াইয়া] হে ঋষি, হে সাহিত্য সম্রাট! আপনি ফিরে আসুন। আপনার আদর্শের অবমাননা আমরা করিনি।

বঙ্কিম— হয়তো করেননি। কিন্তু একই সমাজে শরৎচন্দ্রের রমার আশা আকাঙ্খা, আর আমার আদর্শের স্থান হতে পারেনা। একজনের মায়া আপনাকে কাটাতে হবে। [প্রস্থান]

বিচারক—বঙ্কিম আজ মর্ম্মাহত।

শরৎ— বঙ্কিমকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অন্ধভক্তি আমাদের সত্যভ্রষ্ট করুক, এও তো হতে পারেনা।

[পাঁচটার ঘণ্টা বাজিল।]

বিচারক—বেলা প্রায় গেল। চলুন তাহলে আজকের মতো—

[উঠিলেন]

শরৎ— শুধু দুদণ্ড—দুদণ্ড থেকে রাজলক্ষ্মীর কথাটাও একবার চিন্তা করুন। তাকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত রেখে, সমাজ জীবনে অস্পৃশ্য রেখে আমরা নিজেরাই কি ঠকে যাইনি? আমার বিনীত অনুরোধ—

বিচারক—শুধু দুদণ্ডে এ জটিল সমস্যার সমাধান হবেনা। এর স্থায়ী সমাধানের জন্যে আমাদের ভাবতে হবে কেন এদের জীবনের সমস্ত কল্যাণ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য ধুয়ে মুছে গেল? কেন শত শত রাজলক্ষ্মী অহরহ পিয়ারী বাইজীতে রূপান্তরিত হচ্ছে? কেন? কোন অবস্থায়—কোন ব্যবস্থায়?

শরৎ— কেন?

বিচারক—সে অনেক কথা। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর বহুদেশে এ সমস্যা ছিল, এখনো আছে। কোন কোন দেশে এ নিয়ে বিরাট পরীক্ষাও হয়েছে। সফলও তাঁরা হয়েছেন। এসব ছিন্নমূল নরনারী সমাজে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। পেয়েছে সামাজিক, আর্থিক স্বাধীনতা। যদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গহিসাবে এদের গ্রহণ করতে না শিখি, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের আশায় কতকাল এরা চেয়ে থাকবে, আর কি করেই বা হবে এর স্থায়ী সমাধান? তাই বলছিলাম—

শরৎ— জানি, সময় আপনার নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এদের বেদনা আমাকে স্থির থাকতে দেয়নি। আমি তাই রচনা করেছি আমার "শেষপ্রশ্ন"। রমা, মাধবী, সাবিত্রী, অন্নদাদিদির ব্যথা,

অভয়ার তেজস্বিতা, আর কিরণময়ীর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে তিল তিল করে আমি সৃষ্টি করেছি আমার তিলোত্তমা—আমার কমল। সে জানে শুধু অতীতের মধ্যে তার দিন নয়, অনাগতের মধ্যেও তার দিন আছে। তাই ভাবী সমাজ, ভাবী কালের মানুষের জন্যে আমার এই "শেষপ্রশ্ন" আপনার হাতেই তুলে দিলাম।
[বিচারক শরৎচন্দ্রের হাত হইতে "শেষপ্রশ্ন" গ্রহণ করিলেন।]
আমার বিশ্বাস, নরনারীর সুস্থ সম্বন্ধের বিচারের প্রশ্ন যেদিন উঠবে, সেদিন আমার কল্পনার কমল তাদের পথ দেখাবে।

বিচারক—হ্যাঁ, আসবে নতুন যুগ, নতুন মানুষ। নতুন ভাবেই হবে যুগের "শেষপ্রশ্ন"—তার জ্বলন্ত সমস্যার বিচার। কিন্তু আজ থাক। [বিচারক প্রস্থান করিলেন।]

শরৎ— হে বিধাতা! মানুষের জবাব, মানুষের সহানুভূতি আমি পেলাম না, তুমি বলে দাও, কবে, কতকাল পরে আমার দেশবাসী নারীর মূল্য দিতে শিখবে? [কিছুক্ষণ থামিয়া] তুমিও বধির! তোমারও পাষাণ প্রতিমা তেমনি নির্ব্বিকার। বেশ, আজ জবাব না দাও, একদিন না একদিন এর জবাব তোমাকে দিতেই হবে। আজকের মত সেদিন কিন্তু পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেনা—পারবেনা—
[স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর রাজলক্ষ্মীর দিকে ফিরিলা]
পিয়ারি! আমার রাজলক্ষ্মী! তোমার জটিল সমস্যার সমাধান আমি করতে পারলুম না। তোমার সুমুখের পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা তোমার রইলো। আজ থেকে তোমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার আমার ঘুচলো।

রাজলক্ষ্মী—এ কথা বলে আমার অপরাধের মাত্রা বাড়াবেন না। আপনি

নিয়েছেন আমার ব্যথার পূজা, সেইত আমার চরম সার্থকতা। এর বেশী আমি কামনা করিনে। অভয়ার মত আমিও সমাজকে আঘাত করতে পারতাম, কিন্তু তা আমি করবো না। শত আঘাত সত্ত্বেও আমি ভালবেসেছি বাংলার এই জরাজীর্ণ সমাজকে। তার দোর খোলার জন্য যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয়, তাও আমি করবো, শুধু এই আশীর্ব্বাদ করুন, প্রতীক্ষা করার মত ধৈর্য্য, সাহস, ক্ষমা ও প্রেম যেন আমার অবশিষ্ট থাকে।

[রাজলক্ষ্মী গলায় আঁচল দিয়া শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিল]

শরৎ— [রাজলক্ষ্মীর মাথায় হাত রাখিয়া] রাজলক্ষ্মি! মানুষ আর সমাজের জন্যে তোমার এত বড় প্রেম—এত স্নেহ! এ প্রতীক্ষার ভার তোমার একার নয়, লক্ষ্মী, আমারও। আমরা চেয়ে থাকবো অনাগত কালের করুণাধারার দিকে। অনাগত কাল—অনাগত কাল—

[শরৎচন্দ্র অনাগত কালের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে পর্দ্দা নামিল।]

—যবনিকা—